

কাবির মন্তব্য

যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষায় আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধূতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলায় তোলা একমুঠো বেলফুল, পায়ে একজোড়া চটি। মনে আছে থ্যাকারের দোকানে বই কিনতে গেছি কিন্তু এর বেশি পরিচ্ছন্নতা নেই, এতে ইংরেজ দোকানদারের স্বীকৃত আদবকায়দার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ হত। এই আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা কড়ি ও কোমলের কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই রীতির কবিতা তখনো প্রচলিত ছিল না। সেইজন্যেই কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সাহিত্যবিচারকদের কাছ থেকে কটুভাষায় ভর্ৎসনা সহ্য করেছিলুম। সে-সব যে উপেক্ষা করেছি অনায়াসে সে কেবল যৌবনের তেজে। আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক। তখন হেম বাঁড়ুজ্জ এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো-একটা কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলে ছিলাম। আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্থলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলাম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্য ভালোলাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারে নি। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের কোনো মিশ্রণ যদি ঘটে থাকে তো সে গৌণভাবে।

এই আমার কবিতা প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাহিত হয়েছে-

-

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই, --
যা নৈবেদ্যে আর-এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে--
বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

কড়ি ও কোমলের যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর-একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি- অশ্রু-ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদের মাঝখানে লভি যেন ঠাই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হয়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

পুরাতন

হেথা হতে যাও, পুরাতন।
 হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
 আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
 বসন্তের বাতাস বয়েছে।
 সুনীল আকাশ- 'পরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
 শ্রান্ত যেন রবির আলোকে,
 পাখিরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
 খেলাইছে বালিকা বালকে।
 সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে,
 ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,
 জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে,
 শুনিছে পাতার মরমর।
 কী জানি কত কী আশে চলিয়াছে চারি পাশে
 কত লোক কত সুখে দুখে,
 সবাই তো ভুলে আছে, কেহ হাসে কেহ নাচে,
 তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে।
 বাতাস যেতেছে বহি, তুমি কেন রহি রহি
 তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস।
 সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল আসি
 তারি মাঝে বিলাপ-উচ্ছ্বাস।
 উঠেছে প্রভাত-রবি, আঁকিছে সোনার ছবি,
 তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া।
 বারেক যে চলে যায় তারে তো কেহ না চায়,
 তবু তার কেন এত মায়া।
 তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
 লুকায়ে ধরার পানে চায়--
 নিশীথের অন্ধকারে পুরানো ঘরের দ্বারে
 কেন এসে পুন ফিরে যায়।
 কী দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ
 কে তাদের করিবে যতন।
 স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
 ঝরে-পড়া পাতার মতন
 আজি বসন্তের বায় একেকটি করে হয়

উড়িয়ে ফেলিছে প্রতিদিন
ধূলিতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।
ঢাকো তবে ঢাকো মুখ, নিয়ে যাও দুঃখ সুখ,
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে।
হেথায় আশ্রয় নাই, অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

নূতন

হেথাও তো পশে সূর্যকর।
 ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে
 বিদীরিল যে গিরিশিখর--
 বিশাল পর্বত কেটে, পাষণ-হৃদয় ফেটে,
 প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর--
 প্রভাতে পুলকে ভাসি, বহিয়া নবীন হাসি,
 হেথাও তো পশে সূর্যকর!
 দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে তো যায় না সে রে,
 শিহরি উঠে না আশঙ্কায়,
 ভাঙা পাষণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে,
 হেসে আসে, হেসে চলে যায়।
 হেরো হেরো, হয় হয়, যত প্রতিদিন যায়--
 কে গাঁথিয়া দেয় তৃণজালা।
 লতাগুলি লতাইয়া, বাহুগুলি বিথাইয়া
 ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।
 বজ্রদন্ধ অতীতের, নিরাশার অতিথের
 ঘোর স্তম্ভ সমাধি-আবাস,
 ফুল এসে, পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
 অন্ধকারে করে পরিহাস।

এরা সব কোথা ছিল, কেই বা সংবাদ দিল,
 গৃহহারা আনন্দের দল--
 বিশ্বে তিল শূন্য হলে, অনাহূত আসে চলে,
 বাসা বাঁধে করি কোলাহল।
 আনে হাসি, আনে গান, আনে রে নূতন প্রাণ,
 সঙ্গে করে আনে রবিকর--
 অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়
 কাঁদিতে দেয় না অবসর।
 বিষাদ বিশালকায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া
 তারে এরা করে না তো ভয়--
 চারি দিক হতে তারে ছোটো ছোটো হাসি মারে,
 অবশেষে করে পরাজয়।

উপকথা

মেঘের আড়ালে বেলা কখন যে যায়
 বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
 অর্দ্ধ-পাখা পাখিগুলি গীতগান গেছে ভুলি,
 নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুণতা।
 বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
 মনে পড়ে কত উপকথা।
 কভু মনে লয় হেন এ সব কাহিনী যেন
 সত্য ছিল নবীন জগতে।
 উড়ন্ত মেঘের মতো ঘটনা ঘটত কত,
 সংসার উড়িত মনোরথে।
 রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে,
 কত নদী কত সিঁধু পার।
 সরোবর ঘাট আলা মণি হাতে নাগবালা
 বসিয়া বাঁধিত কেশভার।
 সিঁধুতীরে কত দূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
 ঘুমাইত রাজার বিয়ারি।
 হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
 মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
 সাত ভাই একত্তরে চাঁপা হয়ে ফুটিত রে
 এক বোন ফুটিত পারুল।
 সম্ভব কি অসম্ভব একত্রে আছিল সব
 দুটি ভাই সত্য আর ভুল।
 বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা না ছিল কঠিন বাধা
 নাহি ছিল বিধির বিধান,
 হাসিকান্না লঘুকায়া শরতের আলোছায়া
 কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ।
 আজি ফুরিয়েছে বেলা, জগতের ছেলেখেলা
 গেছে আলো-আঁধারের দিন।
 আর তো নাই রে ছুটি, মেঘরাজ্য গেছে টুটি,
 পদে পদে নিয়ম-অধীন।
 মধ্যাহ্নে রবির দাপে বাহিরে কে রবে তাপে
 আনয় গড়িতে সবে চায়।
 যবে হয় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন
 খেলারই মতন ভেঙে যায়।

যোগয়া

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চলে,
 রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।
 স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে
 পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
 নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে,
 আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে।
 জুঁই সরোবরতীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
 ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
 অতি মৃদু হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার
 গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
 আজিকে আপন প্রাণে না জানি বা কোন্‌খানে
 যোগিয়া রাগিণী গায় কে রে।
 ধীরে ধীরে সুর তার মিলাইছে চারি ধার,
 আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
 গাছপালা চারি ভিতে সংগীতের মাধুরীতে
 মগ্ন হয়ে ধরে স্বপ্নছবি।
 এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়,
 রবি যেন আর কোনো রবি।
 ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন্‌ উপবনে
 কী ভাবে সে গান গাইছে না জানি,
 চোখে তার অশ্রুরেখা একটু দেছে কি দেখা,
 ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।
 তার কি পায়ের কাছে বাঁশিটি পড়িয়া আছে--
 আলোছায়া পড়েছে কপোলো।
 মলিন মালাটি তুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
 ভাসাইছে সরসীর জলে।
 বিষাদ-কাহিনী তার সাধ যায় শুনিবার
 কোন্‌খানে তাহার ভবন।
 তাহার আঁখির কাছে যার মুখ জেগে আছে
 তাহারে বা দেখিতে কেমন।
 এ কী রে আকুল ভাষা! প্রাণের নিরাশ আশা
 পল্লবের মর্মরে মিশালো।
 না জানি কাহারে চায় তার দেখা নাহি পায়

ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
 এমন কত-না প্রাতে চাহিয়া আকাশপাতে
 কত লোক ফেলেছে নিশ্বাস,
 সে-সব প্রভাত গেছে, তারা তার সাথে গেছে
 লয়ে গেছে হৃদয়-হতাশ।
 এমন কত না আশা কত ম্লান ভালোবাসা
 প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,
 তাদের হৃদয়-ব্যথা তাদের মরণ-গাথা
 কে গাইছে একত্র করিয়া,
 পরস্পর পরস্পরে ডাকিতেছে নাম ধরে,
 কেহ তাহা শুনিতে না পায়।
 কাছে আসে, বসে পাশে, তবুও কথা না ভাষে,
 অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়।
 চায় তবু নাহি পায়, অবশেষে নাহি চায়,
 অবশেষে নাহি গায় গান,
 ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া
 মুছে আসে সজল নয়ান।

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে,
 আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
 হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
 দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
 উৎসবের হাসি-কোলাহল
 শুনিতে পেয়েছে ভোরবেলা,
 নিরানন্দ গৃহ তেয়োগিয়া
 তাই আজ বাহির হইয়া
 আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
 দেখিবারে আনন্দের খেলা।
 বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি
 কানে তাই পশিতেছে আসি,
 ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
 দুরাশার সুখের স্বপন ;
 চারি, দিকে প্রভাতের আলো,
 নয়নে লেগেছে বড়ো ভালো,
 আকাশেতে মেঘের মাঝারে
 শরতের কনক তপন।
 কত কে যে আসে, কত যায়,
 কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
 কত বরনের বেশভূষা--
 ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,
 কত পরিজন দাসদাসী,
 পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
 চোখের উপরে পড়িতেছে
 মরীচিকা-ছবির মতন।
 হেরো তাই রহিয়াছে চেয়ে
 শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
 তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
 মার মায়া পায় নি কখনো,
 মা কেমন দেখিতে এসেছে।

তাই বুঝি আঁখি ছিলছিল,
 বাপ্পে ঢাকা নয়নের তারা!
 চেয়ে যেন মার মুখ পানে
 বালিকা কাতর অভিমানে
 বলে, ‘মা গো এ কেমন ধারা।
 এত বাঁশি, এত হাসিরাশি,
 এত তোর রতন-ভূষণ,
 তুই যদি আমার জননী,
 মোর কেন মলিন বসন।’

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলি
 ভাইবোন করি গলাগলি,
 অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
 বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
 তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
 ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে--
 আমি তো ওদের কেহ নই।
 স্নেহ ক’রে আমার জননী
 পরায়ে তো দেয় নি বসন,
 প্রভাতে কোলেতে করে নিয়ে
 মুছায়ে তো দেয় নি নয়না।

আপনার ভাই নেই বলে
 ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ ?
 আর কারো জননী আসিয়া
 ওরে কি রে করিবে না স্নেহ ?
 ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
 উৎসবের পানে রবে চেয়ে
 শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে ?

ওর প্রাণ আঁধার যখন
 করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি,
 দুয়ারেতে সজল নয়ন,
 এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি।
 আজি এই উৎসবের দিনে

কত লোক ফেলে অশ্রুধার,
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই তার।
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কী দিবে কিছুই নেই তার,
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।

ভাব্যতের রঙ্গভূমি

সম্মুখে রয়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তরা
 অসীম নীলিমে লুটে ধরণী খাইবে ছুটে,
 প্রতিদিন আসিবে, যাইবে রবিকরা
 প্রতিদিন প্রভাতে জাগিবে নরনারী,
 প্রতিক্ষা শান্তদেহে ফিরিয়া আসিবে গেহে,
 প্রতিরাত্রে তারকা ফুটিবে সারি সারি।
 কত আনন্দের ছবি, কত সুখ আশা
 আসিবে যাইবে হয়, সুখ-স্বপ্নের প্রায়
 কত প্রাণে জাগিবে, মিলাবে ভালোবাসা।
 তখনো ফুটিবে হেসে কুসুম-কানন,
 তখনো রে কত লোকে কত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
 আঁকিবে আকাশ-পটে সুখের স্বপন।
 নিবিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হলে, নিতি
 বিরহী নদীর ধারে না জানি ভাবিবে কারে,
 না-জানি সে কী কাহিনী, কী সুখ, কী স্মৃতি।

দূর হতে আসিতেছে, শুন কান পেতে--
 কত গান, সেই মহা-রঙ্গভূমি হতে।
 কত যৌবনের হাসি, কত উৎসবের বাঁশি,
 তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে।
 কত মিলনের গীত, বিরহের শ্বাস,
 তুলেছে মর্মর তান বসন্ত-বাতাস,
 সংসারের কোলাহল ভেদ করি অবিরল
 লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস।

ওই দূর খেলাঘরে খেলাইছ কারা!
 উঠেছে মাথার 'পরে আমাদেরি তারা
 আমাদেরি ফুলগুলি সেথাও নাচিছে দুলি,
 আমাদেরি পাখিগুলি গেয়ে হল সারা।
 ওই দূর খেলাঘরে করে আনাগোনা
 হাসে কাঁদে কত কে যে নাহি যায় গণা।
 আমাদের পানে হয় ভুলেও তো নাহি চায়,
 মোদের ওরা তো কেউ ভাই বলিবে না।

ওই সব মধুমুখ অমৃত-সদন,
 না জানি রে আর কারা করিবে চুম্বন।
 শরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভাষে
 আমরা তো শুনাব না প্রাণের বেদন।

আমাদের খেলাঘরে কারা খেলাইছ!
 সাজ না হইতে খেলা চলে এনু সন্ধেবেলা,
 ধূলির সে ঘর ভেঙে কোথা ফেলাইছ।
 হোথা, যেথা বসিতাম মোরা দুই জন,
 হাসিয়া কাঁদিয়া হত মধুর মিলন,
 মাটিতে কাটিয়া রেখা কত লিখিতাম লেখা,
 কে তোরা মুছিলি সেই সাধের লিখন।
 সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত,
 চুমো খেলে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিত।
 তাই রে মাধবীলতা মাথা তুলেছিল হোথা,
 ভেবেছিলু চিরদিন রবে মুকুলিত।
 কোথায় রে, কে তাহারে করিলি দলিত।

ওই যে শুকানো ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে,
 উহার মরম-কথা বুঝিতে নারিলে।
 ও যেদিন ফুটেছিল, নব রবি উঠেছিল,
 কানন মাতিয়াছিল বসন্ত-অনিলে।
 ওই যে শুকায় চাঁপা পড়ে একাকিনী,
 তোমরা তো জানিবে না উহার কাহিনী।
 কবে কোন্ সন্ধেবেলা ওরে তুলেছিল বালা,
 ওরি মাঝে বাজে কোন্ পূরবীরাগিণী।
 যারে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার,
 কোথায় সে গেছে চলে, সে তো নেই আর।
 একটু কুসুমকণা তাও নিতে পারিল না,
 ফেলে রেখে যেতে হল মরণের পার ;
 কত সুখ, কত ব্যথা, সুখের দুখের কথা
 মিশিছে ধূলির সাথে ফুলের মাঝার।

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
 সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ-যুগান্তর।

মথুরায়

বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই ?
 বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
 মথুরায় উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
 বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই ?

বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
 কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়!
 এ নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা সেই চন্দ্রানন ?
 ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শুনা যায় ?
 একা আছি বনে বসি, পীত ধড়া পড়ে খসি,
 সোঙরি সে মুখশশী পরান মজিল সই।
 বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই ?

এক বার রাখে রাখে ডাক্ বাঁশি, মনোসাধে,
 আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়া।
 কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতীমালা,
 হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ নিশি পোহায়, হায়া।
 কবি যে হল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল,
 মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই ?
 বাঁশরি বাজাতে গিয়ে বাঁশরি বাজিল কই ?

বনের ছায়া

কোথা রে তরুণ ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ
 তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কলরোলে
 স্রোতস্থিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ ;
 কোথা রে তরুণ ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ,
 কোথা রে সুনীল দিশে বনান্ত রয়েছে মিশে
 অনন্তের অনিমিষে নয়ন নিমেষ-হারা।
 দূর হতে বায়ু এসে চলে যায় দূর-দেশে,
 গীত-গান যায় ভেসে, কোন্ দেশে যায় তারা।
 হাসি, বাঁশি, পরিহাস, বিমল সুখের শ্বাস,
 মেলামেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তীরে ;
 কেহ খেলে, কেহ দোলে, ঘুমায় ছায়ার কোলে,
 বেলা শুধু যায় চলে কুলুকুলু নদীনিরে।
 বকুল কুড়োয় কেহ, কেহ গাঁথে মালাখানি ;
 ছায়াতে ছায়ার প্রায় বসে বসে গান গায়,
 করিতেছে কে কোথায় চুপিচুপি কানাকানি।
 খুলে গেছে চুলগুলি, বাঁধিতে গিয়েছে ভুলি,
 আঙুলে ধরেছে তুলি আঁখি, পাছে ঢেকে যায়,
 কাঁকন খসিয়া গেছে, খুঁজিছে গাছের ছায়া
 বনের মর্মের মাঝে বিজনে বাঁশরি বাজে,
 তারি সুরে মাঝে মাঝে ঘুঘু দুটি গান গায়।
 ঝুরু ঝুরু কত পাতা গাহিছে বনের গাথা,
 কত না মনের কথা তারি সাথে মিশে যায়।
 লতাপাতা কত শত খেলে কাঁপে কত মতো
 ছোটো ছোটো আলোছায়া বিকিমিকি বন ছেয়ে,
 তারি সাথে তারি মতো খেলে কত ছেলেমেয়ে।

কোথায় সে গুন গুন বরষার মরমর,
 কোথা সে মাথার 'পরে লতাপাতা থরথর।
 কোথায় সে ছায়া আলো, ছেলেমেয়ে খেলাধুলি,
 কোথা সে ফুলের মাঝে এলোচুলে হাসিগুলি।
 কোথা রে সরল প্রাণ, গভীর আনন্দ-গান,
 অসীম শান্তির মাঝে প্রাণের সাধের গেহ,
 তরুণ শীতল ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ।

কোথায়

হায় কোথা যাবে!
 অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
 পথ কোথা পাবে!
 হায়, কোথা যাবে!

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
 খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
 স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
 কার মুখে চাবে।
 হায়, কোথা যাবে!

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
 মোরা কেহ কথা কহিব না।
 নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালোবাসা
 আর নাহি পাবে।
 হায়, কোথা যাবে!

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
 শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায় ;
 মহা সে বিজন মাঝে হয়তো বিলাপধ্বনি
 মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
 হায়, কোথা যাবে!

দেখো, এই ফুটিয়াছে ফুল,
 বসন্তেরে করিছে আকুল ;
 পুরানো সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
 কত স্নেহভাবে,
 হায়, কোথা যাবে!

খেলাধূলা পড়ে না কি মনে,
 কত কথা স্নেহের স্মরণে।
 সুখে দুখে শত ফেরে সে-কথা জড়িত যে রে,
 সেও কি ফুরাবে!

হায়, কোথা যাবে!

চিরদিন তরে হবে পর,
এ-ঘর রবে না তব ঘর।
যারা ওই কোলে যেত, তারাও পরের মতো,
বারেক ফিরেও নাহি চাবে।
হায়, কোথা যাবে!

হায়, কোথা যাবে!
যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তব মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও।
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে,
আরামে ঘুমাও।
যাবে যদি, যাও।

শান্তি

থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা, ও আমার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা কান্না দেখে কান্না পাবে যো।
কত হাসি হেসে গেছে ও, মুছে গেছে কত অশ্রুধার,
হেসে কেঁদে আজ ঘুমাল, ওরে তোরা কাঁদাস নে আর।

কত রাত গিয়েছিল হায়, বয়েছিল বসন্তের বায়,
পুবের জানালাখানি দিয়ে চন্দ্রালোক পড়েছিল গায় ;
কত রাত গিয়েছিল হায়, দূর হতে বেজেছিল বাঁশি,
সুরগুলি কেঁদে ফিরেছিল বিছানার কাছে কাছে আসি।
কত রাত গিয়েছিল হায়, কোলেতে শুকানো ফুলমালা
নত মুখে উলটি পালটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা।
কত দিন ভোরে শুকতারা উঠেছিল ওর আঁখি 'পরে,
সমুখের কুসুম-কাননে ফুল ফুটেছিল থরে থরে।
একটি ছেলেবেলায় কোলে নিয়ে বলেছিল সোহাগের ভাষা,
কারেও বা ভালোবেসেছিল, পেয়েছিল কারো ভালোবাসা!
হেসে হেসে গলাগলি করে খেলেছিল যাহাদের নিয়ে
আজো তারা ওই খেলা করে, ওর খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে।
সেই রবি উঠেছে সকালে ফুটেছে সুমুখে সেই ফুল,
ও কখন খেলাতে খেলাতে মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল।
শান্ত দেহ, নিষ্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।
চুপ করে চেয়ে দেখো ওরে, থামো থামো, হেসো না কেঁদো না।

পাষণী মা

হে ধরনী, জীবের জননী,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে,
তবে কেন তোর কোলে সবে
কেঁদে আসে, কেঁদে যায় চলে।
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিয়াসা।
কেন চায়, কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা।
কেন হেথা পাষণ-পরান,
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর,
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর।
কাঁদিয়া যে ফিরে চলে যায়
তার তরে কাঁদিস নে কেহ,
এই কি মা, জননীর প্রাণ,
এই কি মা, জননীর স্নেহ!

হৃদয়ের ভাষা

হৃদয়, কেন গো মোরে ছলিছ সতত,
আপনার ভাষা তুমি শিখাও আমায়।
প্রত্যহ আকুল কণ্ঠে গাহিতেছি কত,
ভগ্ন বাঁশরিতে শ্বাস করে হয় হয়!
সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে।
আমার মনের কথা, প্রাণের স্বপন
ভাসিয়া উঠিছে যেন আকাশের 'পরে।
ধ্বনিছে সন্ধ্যার মাঝে কার শান্ত বাণী,
ও কি রে আমারি গান? ভাবিতেছি তাই।
প্রাণের যে কথাগুলি আমি নাহি জানি
সে-কথা কেমন করে জেনেছে সবাই।
মোর হৃদয়ের গান সকলেই গায়,
গাহিতে পারি নে তাহা আমি শুধু হয়।

পত্র

নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত

সুহৃদর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন স্থলচরবরেষু

জলে বাসা বেঁধেছিলাম, ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে, চেষ্টায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে প'ড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখানে যে বাস করা দায় ভনভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে, উঠি যখন হাঁপিয়ে--
কোথায় পালাই, কোথায় পালাই--জলে পড়ি খাঁপিয়ে
গঙ্গাপ্রাপ্তির আশা করে গঙ্গাযাত্রা করেছিলাম।
তোমাদের না বলে কয়ে আস্তে আস্তে সরেছিলাম।

দুনিয়ার এ মজলিসেতে এসেছিলাম গান শুনতে ;
আপন মনে গুনগুনিয়ে রাগ-রাগিণীর জাল বুনতে।
গান শোনে সে কাহার সাথি, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদি,
বিদ্যেখানা ফাটিয়ে ফেলে থাকে তারা তুলো ধুনতে।
ডেকে বলে, হেঁকে বলে, ভঙ্গি করে বেঁকে বলে--
“আমার কথা শোনো সবাই, গান শোনো আর নাই শোনো!
গান যে কাকে বলে সেইটে বুঝিয়ে দেব, তাই শোনো”
টীকে করেন ব্যখ্যা করেন, জেঁকে ওঠে বক্তিম,
কে দেখে তার হাত-পা নাড়া, চক্ষু দুটোর রক্তিম!
চন্দ্র সূর্য জ্বলছে মিছে আকাশখানার চালাতে--
তিনি বলেন, “আমিই আছি জ্বলতে এবং জ্বালাতো”
কুঞ্জবনের তানপুরোতে সুর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ, হয় নাকো তাঁর পছন্দ।
তাঁরি সুরে গাক-না সবাই টপ্পা খেয়াল ধুরবোদ--
গায় না যে কেউ, আসল কথা নাইকো কারো সুর-বোধ!
কাগজওয়ালা সারি সারি নাড়ছে কাগজ হাতে নিয়ে--
বাঙলা থেকে শান্তি বিদায় তিনশো কুলোর বাতাস দিয়ে।
কাগজ দিয়ে নৌকা বানায় বেকার যত ছেলেপিলে,
কর্ণ ধরে পার করবেন দু-এক পয়সা খেয়া দিলে।

সস্তা শুনে ছুটে আসে যত দীর্ঘকর্ণগুলো--
 বঙ্গদেশের চতুর্দিকে তাই উড়ছে এত ধুলো।
 খুদে খুদে ‘আর্য’ গুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
 ছুটোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটো।
 তাঁরা বলেন, “আমি কঙ্কি” গাঁজার কঙ্কি হবে বুঝি!
 অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।

পাড়ার এমন কত আছে কত কব তার,
 বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা-অবতার।
 দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে,
 দাঁতকপাটি লাগে তাদের দাঁত-খিঁচুনির ভঙ্গি দেখে।
 আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
 জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।
 বাক্যবন্যা ফেনিয়ে আসে, ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে--
 কোনোক্রমে রক্ষে পেলাম মা-গঙ্গারি ক্রোড়ে।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা কুলুকুলু তান!
 সাগর-পানে বহন করে গিরিরাজের গান।
 ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা।
 আকাশেতে আলো-আঁধার খেলে জোয়ারভাটা।
 তীরে তীরে গাছের সারি পল্লবেরি ঢেউ।
 সারা দিবস হেলে দোলে, দেখে না তো কেউ।
 পূর্বতীরে তরুশিরে অরুণ হেসে চায়--
 পশ্চিমেতে কুঞ্জ-মাঝে সন্ধ্যা নেমে যায়।
 তীরে ওঠে শঙ্খধ্বনি, ধীরে আসে কানে,
 সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে ধরণীর পানে।
 ঝাউবনের আড়ালেতে চাঁদ ওঠে ধীরে,
 ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি অন্ধকার তীরে।
 এই শান্তি-সলিলেতে দিয়েছিলাম ডুব,
 হট্টগোলটা ভুলেছিলাম, সুখে ছিলাম খুব।

জান তো ভাই আমি হচ্ছি জলচরের জাত,
 আপন মনে সাঁতরে বেড়াই--ভাসি যে দিনরাত।
 রোদ পোহাতে ডাঙায় উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ বুজে,
 ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই তেমন তেমন লোক বুঝে।

গতিক মন্দ দেখলে আবার ডুবি অগাধ জলে,
এমনি করেই দিনটা কাটাই লুকোচুরির ছলে।
তুমি কেন ছিপ ফেলেছ শুকনো ডাঙায় বসে ?
বুকের কাছে বিদ্ব কেরে টান মেয়েছ কষে।
আমি তোমায় জলে টানি, তুমি ডাঙায় টানো,
অটল হয়ে বসে আছ, হার তো নাই মানো।
আমারি নয় হার হয়েছে, তোমারি নয় জিৎ--
খাবি খাচ্ছি ডাঙায় পড়ে হয়ে পড়ে চিৎ।
আর কেন ভাই, ঘরে চলো, ছিপ গুটিয়ে নাও,
‘রবীন্দ্রনাথ পড়ল ধরা’ ঢাক পিটিয়ে দাও।

বিরহীর পত্র

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
 দূরে গেলে এই মনে হয় ;
 দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
 জেগে থাকে সতত সংশয়া
 এত লোক, এত জন, এত পথ, গলি,
 এমন বিপুল এ সংসার--
 ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
 ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

তারায় তারায় সদা থাকে চোখে চোখে
 অন্ধকারে অসীম গগনে।
 ভয়ে ভয়ে অনিমেঘে কম্পিত আলোকে
 বাঁধা থাকে নয়নে নয়নে।
 চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি,
 তরুহীন মরুময় ব্যোম--
 মুখে মুখে চেয়ে তাই চলে যত যাত্রী
 চলে গ্রহ রবি তারা সোমা।

নিমেঘের অন্তরালে কী আছে কে জানে,
 নিমেঘে অসীম পড়ে ঢাকা--
 অন্ধ কাল তুরঙ্গম রাশ নাহি মানে
 বেগে ধায় অদৃষ্টের ঢাকা।
 কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই,
 জেগে জেগে দিতেছি পাহারা,
 একটু এসেছে ঘুম--চমকি তাকাই
 গেছে চলে কোথায় কাহার।

ছাড়িয়ে চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা
 বিরহের সমুদ্রের তীরে।
 অনন্তের মাঝখানে দুদন্ডের দেখা
 তাও কেন রাছ এসে ঘিরে।
 মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়,
 পাঠায় সে বিরহের চর।

সকলেই চলে যাবে, পড়ে রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর।

গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশী,
শূন্য ঘেরি জগতের ভিড়,
তারি মাঝে যদি ভাঙে, যদি যায় খসি
আমাদের দুদন্ডের নীড়--
কোথায় কে হারাইব--কোন্ রাত্রিবেলা
কে কোথায় হইব অতিথি।
তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা,
দরশের পরশের স্মৃতি!

তাই মনে ক'রে কি রে চোখে জল আসে
একটুকু চোখের আড়ালে!
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালোবাসে
সেও কি রবে না এক কালে!
আশা নিয়ে এ কি শুধু খেলাই কেবল--
সুখ দুঃখ মনের বিকার!
ভালোবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার।

মঙ্গল-গীত

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু। নাসিক।

এত বড়ো এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা,
 দুলিতেছে আকাশ সাগরে--
 দিন-দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
 শুধু কি মা যাব খেলা করে।
 তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি,
 অরণ্য বহিছে ফুল ফল--
 শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
 গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল!

শুধু কি মা হাসি-খেলা প্রতি দিন রাত,
 দিবসের প্রত্যেক প্রহর!
 প্রভাতের পরে আসি নূতন প্রভাত
 লিখিছে কি একই অক্ষর!
 কানাকানি হাসাহাসি কোণেতে গুটায়
 অলস নয়ন নিমীলন,
 দণ্ড-দুই ধরণীর ধূলিতে লুটায়
 ধূলি হয়ে ধূলিতে শয়ন!

নাই কি মা মানবের গভীর ভাবনা,
 হৃদয়ের সীমাহীন আশা।
 জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
 জীবনের অনন্ত পিপাসা!
 হৃদয়েতে শুষ্ক কি মা, উৎস করুণার,
 শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন!
 জগৎ শুধু কি মা গো তোমার আমার
 ঘুমাবার কুসুম-আসন!

শুনো না কাহারো ওই করে কানাকানি
 অতি তুচ্ছ ছোটো ছোটো কথা।
 পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি,
 শকুনির মতো নির্মমতা।

শুনো না করিছে কারা কথা-কাটাকাটি
 মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
 রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি,
 আপনার বুদ্ধিরে বাখানো।

তুমি এসো দূরে এসো, পবিত্র নিভৃতে,
 ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি।
 সযতনে ঝেড়ে ফেলো বসন হইতে
 প্রতি নিমেষের যত ধূলি!
 নিমেষের ক্ষুদ্র কথা ক্ষুদ্র রেণুজাল
 আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
 উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
 তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরো।

আছে মা, তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
 হৃদয়েতে উষার আভাস,
 খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন--
 চারি দিকে মর্ত্যের প্রবাস।
 আপনার ছায়া ফেলি আমরা সকলে
 পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি--
 ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র শত ছলে,
 কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি।

কেন মা, তোমারে কেহ চাহে না জানাতে
 মানবের উচ্চ কুলশীল--
 অনন্ত জগৎব্যাপী ঈশ্বরের সাথে
 তোমার যে সুগভীর মিল।
 কেন কেহ দেখায় না-চারি দিকে তব
 ঈশ্বরের বাহুর বিস্তার!
 ঘেরি তোরে, ভোগসুখ ঢালি নব নব
 গৃহ বলি রচে কারাগার।

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি,
 চেয়ে দেখো আকাশের পানে--
 পড়ুক বিমল বিভা, পূর্ণরূপরাশি

স্বর্গমুখী কমল নয়ানো
 আনন্দে ফুটিয়া ওঠো শুভ্র সূর্যোদয়ে
 প্রভাতের কুসুমের মতো,
 দাঁড়াও সায়াহু-মাঝে পবিত্র হৃদয়ে
 মাথাখানি করিয়া আনত।

শোনো শোনো উঠিতেছে সুগভীর বাণী,
 ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল!
 বিশ্ব-চরাচর গাহে কাহারে বাখানি
 আদিহীন অন্তহীন কাল!
 যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
 উঠেছে সংগীতকোলাহল,
 ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
 মা, আমরা যাত্রা করি চল্।

যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে,
 যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
 যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে,
 শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
 যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
 প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
 আয় মা গো, যাত্রা করি জগতের কাজে
 তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক।

জেনো মা, এ সুখে-দুঃখে আকুল সংসারে
 মেটে না সকল তুচ্ছ আশ--
 তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
 কোরো না, কোরো না অবিশ্বাস।
 সুখ ব'লে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
 কী যে চাই জানি না আপনি--
 আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কোরো ভয়,
 ভুজঙ্গের মাথার ও মণি।

ক্ষুদ্র সুখ ভেঙে যায়, না সহে নিশ্বাস,
 ভাঙে বালুকার খেলাঘর--

ভেঙে গিয়ে বলে দেয়, এ নহে আবাস,
 জীবনের এ নহে নির্ভর।
 সকলে শিশুর মতো কত আবদার
 আনিছে তাঁহার সন্নিধান--
 পূর্ণ যদি নাহি হল, অমনি তাহার
 ঈশ্বরে করিছে অপমান!

কিছুই চাব না মা গো আপনার তরে,
 পেয়েছে যা শুধিবে সে ঋণ--
 পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয়-ভিতরে,
 ঢালিয়া তা দিব নিশিদিন।
 সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
 প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ,
 নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
 ক্রন্দনের নাহি অবসান।

মধুপাত্রে-হতপ্রাণ পিপীলির মতো
 ভোগসুখে জীর্ণ হয়ে থাকা,
 ঝুলে থাকা বাদুড়ের মতো শির নত
 আঁকড়িয়া সংসারের শাখা,
 জগতের হিসাবেতে শূন্য হয়ে হায়
 আপনারে আপনি ভক্ষণ,
 ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া জলবিশ্বপ্রায়--
 এই কি রে সুখের লক্ষণ।

এই অহিফেন-সুখ কে চায় ইহাকে!
 মানবত্ব এ নয় এ নয়।
 রাহুর মতন সুখ গ্রাস করে রাখে
 মানবের মানব হৃদয়।
 মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
 প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা,
 দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
 শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

চিরদিবসের সুখ রয়েছে গোপন

আপনার আআর মাঝার।
চারি দিকে সুখ খুঁজে শান্ত প্রাণ মন,
হেথা আছে, কোথা নেই আর।
বাহিরের সুখ সে, সুখের মরীচিকা--
বাহিরেতে নিয়ে যায় হ'লে,
যখন মিলায়ে যায় মায়া-কুহেলিকা
কেন কাঁদি সুখ নেই ব'লে।

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরছায়াময়--
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে
জীবনের অনন্ত আলায়।
পুণ্যজ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি,
অন্নপূর্ণা জননী-সমান,
মহাসুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি
কর সবে সুখ শান্তি দান।

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা--
মানবের জ্যোতি দাও, করো আশীর্বাদ,
অকলঙ্ক-মূর্তি মধুরিমা।
কাছে থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে,
দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়,
বলিবার সাধ নাহি মেটে।

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণপণে
কিছুতে মা বলিতে না পারি,
স্নেহমুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রুবারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো মা, গ্রহণ।

বান্দোরা।

২

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু। নাসিক

চারি দিকে তর্ক উঠে সাজ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ 'পরে ঢেউ--
গরজনে বধির শ্রবণ,
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ,
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সে দিকে হেরিবে সবে পথ।

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
মানে না বাহুর আক্রমণ।
একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
এস মা, উষার আলো, অকলঙ্ক প্রাণ,
দাঁড়াও এ সংসার-আঁধারে।
জাগাও জগ্নত হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে।

চারি দিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষণ্ড পরান।

শাগিত ছুরির মতো বিঁধাইয়া বাণী,
 হৃদয়ের রক্ত করে পান।
 তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল,
 উষ্ণাধারা করিছে বর্ষণ--
 শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া বিফল
 স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ।

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
 মেলি দুটি সঙ্করণ চোখ,
 পড়ুক দু-ফোঁটা অশ্রু জগতের 'পরে
 যেন দুটি বাস্মীকীর শ্লোক।
 ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে,
 করুণার অমৃত নির্ঝরে,
 তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে
 দয়া হবে মানবের 'পরে।

সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
 হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
 ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
 দুই-চারি পলকের পর।
 তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর,
 প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
 তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ-অন্তর
 মানুষে মানুষে বাসে ভালো।

বান্দোরা।

৩

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু। নাসিকা।

আমার এ গান মা গো, শুধু কি নিমেঘে
 মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে ?
 আমার প্রাণের কথা
 নিদ্রাহীন আকুলতা

শুধু নিশ্বাসের মতো যাবে কি মা ভেসে!

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের 'পরে নাম ধরে ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে
চেয়ে থাকে তোর মুখে,
চির আশীর্বাদ-সম কাছে কাছে থাকে।

বিজনে সঙ্গীর মতো করে যেন বাস,
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশা।
পড়িয়া সংসার ঘোরে
কাঁদিয়া হেরিলে তোরে
ভাগ করে নেয় যেন দুখের নিশ্বাস।

সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্বল পরানে,
এ গান আপন সুরে
মন তোর রাখে পুরে,
ইষ্টমন্ত্র-সম সদা বাজে তোর কানো।

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয়, তোমার ভূষণ।
পৃথিবীর ধূলিজাল
করে দেয় অন্তরাল,
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভনা।

আমার এ গান যেন নাহি মানে মানা,
উদার বাতাস হয়ে এলাইয়া ডানা
সৌরভের মতো তোরে
নিয়ে যায় চুরি করে--
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা।

এ গান যেন রে হয় তোর ধুবতারা,
অন্ধকারে অনিমিষে নিশি করে সারা।
তোমার মুখের 'পরে

জেগে থাকে স্নেহভরে
অকূলে নয়ন মেলি দেখায় কিনারা।

আমার এ গান যেন পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় অমস্ত পরানো
তপ্ত শোণিতের মতো
বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানো।

এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে,
আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান
সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে।

যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।
যবে হয় সব গান
হয়ে যাবে অবসান,
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি।

খেলা

পথের ধারে অশথতলে
 মেয়েটি খেলা করে ;
 আপন মনে আপনি আছে
 সারাটি দিন ধরে।
 উপর পানে আকাশ শুধু,
 সমুখ পানে মাঠ,
 শরৎকালে রোদ পড়েছে
 মধুর পথ ঘাটা।
 দুটি একটি পথিক চলে
 গল্প করে, হাসে।
 লজ্জাবতী বধুটি গেল
 ছায়াটি নিয়ে পাশে।
 আকাশ-ঘেরা মাঠের ধারে
 বিশাল খেলাঘরে,
 একটি মেয়ে আপন মনে
 কতই খেলা করে।

মাথার 'পরে ছায়া পড়েছে
 রোদ পড়েছে কোলে,
 পায়ের কাছে একটি লতা
 বাতাস পেয়ে দোলো।
 মাঠের থেকে বাছুর আসে
 দেখে নূতন লোক,
 ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে
 ড্যাবা ড্যাবা চোখা।
 কাঠবিড়ালি উসুখুসু
 আশেপাশে ছোটো,
 শব্দ পেলে লেজটি তুলে
 চমক খেয়ে ওঠে।
 মেয়েটি তাই চেয়ে দেখে
 কত যে সাধ যায়,
 কোমল গায়ে হাত বুলায়ে
 চুমো খেতে চায়।

সাধ যেতেছে কাঠবিড়ালি
 তুলে নিয়ে বুকো,
 ভেঙে ভেঙে টুকুটুকু
 খাবার দেবে মুখে।
 মিষ্টি নামে ডাকবে তারে
 গালের কাছে রেখে,
 বুকোর মধ্যে রেখে দেবে
 আঁচল দিয়ে ঢেকে।
 “আয় আয়” ডাকে সে তাই
 করুণ স্বরে কয়,
 “আমি কিছু বলব না তো
 আমায় কেন ভয়”
 মাথা তুলে চেয়ে থাকে
 উঁচু ডালের পানে,
 কাঠবিড়ালি ছুটে পালায়
 ব্যথা সে পায় প্রাণে।

রাখাল ছেলের বাঁশি বাজে
 সুদূর তরুণায়,
 খেলতে খেলতে মেয়েটি তাই
 খেলা ভুলে যায়।
 তরুর মূলে মাথা রেখে
 চেয়ে থাকে পথে,
 না জানি কোন্ পরীর দেশে
 ধায় সে মনোরথো।
 একলা কোথায় ঘুরে বেড়ায়
 মায়া-দ্বীপে গিয়ে ;
 হেনকালে চাষী আসে
 দুটি গোরু নিয়ে।
 শব্দ শুনে কেঁপে ওঠে
 চমক ভেঙে চায়।
 আঁখি হতে মিলায় মায়া
 স্বপন টুটে যায়।

বসন্ত-অবসান

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান।
 কখন বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
 কখন যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান।
 কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান॥

এবার বসন্তে কি রে যুঁথীগুলি জাগে নি রে!
 অলিকূল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান ?
 এবার কি সমীরণ জাগয় নি ফুলবন,
 সাড়া দিয়ে গেল না তো, চলে গেল ম্রিয়মাণ।
 কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান॥

যতগুলি পাখি ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল,
 সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ তান।
 ভেঙেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি-খেলা,
 এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ।
 কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান॥

বসন্তের শেষ রাতে এসেছি রে শূন্য হাতে,
 এবার গাঁথি নি মালা, কী তোমারে করি দান।
 কাঁদিয়ে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
 তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান।
 এবার বসন্ত গেল, হল না, হল না গান!

বাঁশ

ওগো, শোনো কে বাজায়!
 বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়
 অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি,
 বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
 ওগো শোনো কে বাজায়।

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জে,
 বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জে।
 যমুনারই কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
 আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
 ওগো, শোনো কে বাজায়।

বিব্রহ

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
 আকুলনয়ন রে!
 কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
 কুসুমচয়ন রে!
 কত শারদ যামিনী হইবে বিফল,
 বসন্ত যাবে চলিয়া!
 কত উদিবে তপন আশার স্বপন,
 প্রভাতে যাইবে ছলিয়া!
 এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
 মরিব কাঁদিয়া রে!
 সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
 সাধিয়া সাধিয়া রে।

আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি,
 কার দরশন যাচি রে!
 যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
 তাই আমি বসে আছি রে।
 তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
 নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
 তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
 একেলা রয়েছি জাগিয়া।
 ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
 তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
 ওগো তাই ফুলবনে মধু সমীরণে
 ফুটে ফুল কত শোভাতে!

ওই বাঁশিস্বর তার আসে বার বার,
 সেই শুধু কেন আসে না!
 এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে,
 কেঁদে মরে শুধু বাসনা।
 মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়,
 বহে যমুনার লহরী,
 কেন কুহু কুহু পিক কুহুরিয়া ওঠে--

যামিনী যে ওঠে শিহরি।
ওগো যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী!
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল--
দেখে তারে আমি মরিব।

বাক

কুসুমের গিয়েছে সৌরভ,
জীবনের গিয়েছে গৌরব।
এখন যা-কিছু সব ফাঁকি,
ঝরিতে মরিতে শুধু বাকি।

বিলাপ

ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা
 কেমনে আছে সে পাসরি।
 তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
 সেথা কি বাজে না বাঁশরি।
 সখী হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন,
 সেথা কি পবন বহে না।
 সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ
 মোর কথা তারে কহে না।
 যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী
 আমারে ভুলাল কেন সে ?
 ওগো এ চিরজীবন করিব রোদন
 এই ছিল তার মানসে।
 যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে
 কেটেছিল সুখরাতি রে,
 তবে কে জানিত তার বিরহ আমার
 হবে জীবনের সাথী রে॥
 যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
 তোরা একবার দেখে আয়,
 এই নয়নের তৃষা পরানের আশা
 চরণের তলে রেখে আয়।
 আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার
 কত আর ঢেকে রাখি বল্।
 আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে
 এক ফোঁটা তার আঁখিজল।
 না না, এত প্রেম সখী ভুলিতে যে পারে
 তারে আর কেহ সেধো না।
 আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
 মনে মনে স'ব বেদনা।
 ওগো মিছে, মিছে সখী, মিছে এই প্রেম,
 মিছে পরানের বাসনা।
 ওগো সুখদিন হয় যবে চলে যায়
 আর ফিরে আর আসে না॥

সারাবেলা

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন-সনে!
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে!
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি!
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল
রেখে যায় এই নয়ন কোণে।
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান
কারে চাহে, গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুলবনে।

আকাঙ্ক্ষা

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
 কী জানি পরান কী যে চায়।
 ওই শেফালির সাথে কী বলিয়া ডাকে
 বিহগবিহগী কী যে গায়।
 আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
 রহে না আবাসে মন হায়।
 কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুলবাসে
 সুনীল আকাশে মন ধায়॥

আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
 জীবন বিফল হয় গো॥
 তাই চারি দিকে চায় মন কেঁদে গায়--
 “এ নহে, এ নহে, নয় গো”
 কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,
 কোন্ ছায়াময়ী অমরায়া।
 আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে
 আমারি কারণে কেঁদে যায়॥

আমি যদি গাঁথি গান অথির পরান
 সে গান শুনাব কারে আরা।
 আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
 কাহারে পরাব ফুলহার।
 আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
 দিব প্রাণ তবে কার পায়।
 সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
 মনে মনে কেহ ব্যথা পায়॥

তুমি

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
 তুমি কোন্ গগনের তারা।
 তোমায় কোথায় দেখেছি
 যেন কোন্ স্বপনের পারা॥
 কবে তুমি গেয়েছিলে,
 আঁখির পানে চেয়েছিলে
 ভুলে গিয়েছি।
 শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,
 ঐ নয়নের তারা॥
 তুমি কথা ক'য়ো না,
 তুমি চেয়ে চলে যাও।
 এই চাঁদের আলোতে
 তুমি হেসে গলে যাও।
 আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
 চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
 তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
 ঢালুক কিরণ-ধারা॥

গান

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ো।
 আমার ঘরে কেহ নাই যো।
 তারে মনে পড়ে যারে চাই যো॥
 তার আকুল পরান বিরহের গান
 বাঁশি বুঝি গেল জানায়ো।
 আমি আমার কথা তারে জানাব কী করে,
 প্রাণ কাঁদে মোর তাই যো॥

কুসুমের মালা গাঁথা হল না,
 ধূলিতে পড়ে শুকায় রে,
 নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
 মলিন মুখ লুকায় রে।
 সারা বিভাবরী কার পূজা করি
 যৌবন-ডালা সাজায়ে,
 ওই বাঁশি-স্বরে হয় প্রাণ নিয়ে যায়,
 আমি কেন থাকি হয় রে॥

ছোটো ফুল

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো ছোটো ফুলে,
 সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
 তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়,
 তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।
 যারা থাকে অন্ধকারে, পাষণ-কারায়,
 আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে,
 নিমেষের তরে তারা যদি সুখ পায়,
 নিষ্ঠুর বন্ধন-ব্যথা যদি যায় ভুলে।
 ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
 নিয়ে আসে স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস--
 মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
 মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাসে।
 ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
 বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

যৌবন-স্বপ্ন

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন	ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে	রূপসীর পরশের মতো।
পরানে পুলক বিকাশিয়া	বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী	সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস!
বসন্তের কুসুমকাননে	গোলাপের আঁখি কেন নত ?
জগতের যত লাজময়ী	যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হয়ে এসে,	মরমের শরমে বিব্রত!
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন	পাশে এসে বসে যেন কেহ,
সচকিত স্বপনের মতো	জাগরণে পলায় সলাজে।
যেন কার আঁচলের বায়	উষার পরশি যায় দেহ,
শত নূপুরের রনুবুনু	বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
মন্দির প্রাণের ব্যাকুলতা	ফুটে ফুটে বকুল মুকুলে ;
কে আমারে করেছে পাগল--	শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে!
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি	চেয়ে আছে আকাশের মাঝে!

ক্ষাণিক মিলন

আকাশের দুই দিক হতে
 দুইখানি দিশাহারা মেঘ--
 সহসা থামিল থমকিয়া
 দোঁহাপানে চাহিল দু-জনে
 ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে
 মনে পড়ে কোন্ ছায়া-দ্বীপে,
 কোন্ সন্ধ্যা-সাগরের কূলে
 মেলে দোঁহে তবুও মেলে না
 চেনা বলে মিলিবারে চায়,
 মিলনের বাসনার মাঝে
 দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুয়ি,
 দুখানি অলস আঁখিপাতা,
 দোঁহার পরশ লয়ে দোঁহে
 বলে গেল সন্ধ্যার কাহিনী,

দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
 কে জানে এসেছে কোথা হতে
 আকাশের মাঝখানে এসে,
 চতুর্থীর চাঁদের আলোতো
 দুই অচেনার চেনাশোনা,
 কোন্ কুহেলিকা-ঘের দেশে,
 দু-জনের ছিল আনাগোনা।
 তিলেক বিরহ রহে মাঝে,
 অচেনা বলিয়া মরে লাজে।
 আধখানি চাঁদের বিকাশ, --
 মাঝে যেন শরমের হাস,
 মাঝে সুখস্বপন-আভাস।
 ভেসে গেল, কহিল না কথা,
 লয়ে গেল উষার বারতা॥

গীতোচ্ছ্বাস

নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্ত কানন মাঝে বসন্ত-সমীরে।
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত!
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত।
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো।
জগৎ কমল বনে কমল-আসনা
কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।
সে এল না এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হয়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন ?
চুম্বন এসেছে তার, কোথা সে অধর ?

স্তন

১

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরান পাগল।
মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে।
কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে--
শরমে মরিতে চায় অঞ্চল-আড়ালে।
প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর--
হেরো নারীহৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

২

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা বিহারভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ প্রভায়
মানবের মর্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে,
বিমল পবিত্র দুটি বিজন শিখরে।
চিরস্নেহ-উৎসধারে অমৃত নির্ঝরে
সিন্ধু করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।
জাগে সদা সুখসুপ্ত ধরণীর 'পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি,
দেবশিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।

চুশ্বন

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থর থরে চুশ্বনের লেখা।
দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।

বিবসনা

ফেলো গো বসন ফেলো, ঘুচাও অঞ্চল।
 পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
 সুরবালিকার বেশ কিরণবসন।
 পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল,
 জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
 বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।
 সর্বাস্থে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ,
 সর্বাস্থে মলয়-বায়ু করুক সে খেলা।
 অসীম নীলিমা-মাঝে হও নিমগন
 তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মতো।
 অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
 তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
 আসুক বিমল উষা মানবভবনে,
 লাজহীনা পবিত্রতা--শুভ্র বিবসনো।

বাহু

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা,
 কাহারে কাঁদিয়া বলে 'যেয়ো না যেয়ো না'
 কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
 কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা !
 কোথা হতে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা,
 গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক-অক্ষরে।
 পরশে বহিয়া আনে মরমবারতা,
 মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরো।
 কণ্ঠ হতে উতারিয়া যৌবনের মালা
 দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে।
 দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা,
 রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।
 লতায় থাকুক বুকে চির-আলিঙ্গন,
 ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।

চরণ

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়--
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শত লক্ষ কুসুমের পরশস্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যলোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণছায়া।
যৌবনসংগীত পথে যেতেছে ছড়ায়,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিষ্ঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল--
এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায়
লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল॥

হৃদয়-আকাশ

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস।
ঐ গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি,
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন--
বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,
যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে পার
আমার দুখানি পাখা কনক বরন।
হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার,
হৃদয় চকোর চাবে হাসির কিরণ।

অঞ্চলের বাতাস

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
শুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ--
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায়।
অজানা হৃদয়-বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস,
অঞ্চলে বহিয়া এল দক্ষিণ বাতাস,
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায়,
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস।
কার প্রাণখানি হতে করি হায় হায়
বাতাসে উড়িয়া এল পরশ-আভাস।
ওগো কার তনুখানি হয়েছে উদাস।
ওগো কে জানাতে চাহে মরম বারতা।
দিয়ে গেল সর্বাস্থের আকুল নিশ্বাস,
বলে গেল সর্বাস্থের কানে কানে কথা॥

দেহের মিলন

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ-তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ-'পরে।
তোমার নয়ন-পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমাতে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়ারে,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ব্রন্দন।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য-মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রিদিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন॥

তনু

ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী
শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারি দিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল
সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালোবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল,
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়,
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনু-ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়।
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা॥

স্মৃতি

ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুমকানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

হৃদয়-আসন

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়।
সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষকিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়।
কত-না মধুর আশা ফুটিছে সেথায়--
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাস-বায়ু বসন্তসন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রু-কণা।
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে।

কল্পনার সাথ

যখন কুসুমবনে ফির একাকিনী,
 ধরায় লুটায় পড়ে পূর্ণিমাযামিনী,
 দক্ষিণবাতাসে আর তটিনীর গানে
 শোন যবে আপনার প্রাণের কাহিনী--
 যখন শিউলি ফুলে কোলখানি ভরি,
 দুটি পা ছড়িয়ে দিয়ে আনত-বয়ানে
 ফুলের মতন দুটি অঙ্গুলিতে ধরি
 মালা গাঁথ ভোরবেলা গুন গুন তানে--
 মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতয়নে বসে,
 নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশ,
 কখন আঁচলখানি পড়ে যায় খসে,
 কখন হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
 কখন অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে--
 তখন আমি কি সখী, থাকি তব সাথে॥

হাসি

সুদূর প্রবাসে আজি কেন রে কী জানি
কেবল পড়িছে মনে তার হাসিখানি।
কখন নামিয়া গেল সন্ধ্যার তপন,
কখন থামিয়া গেল সাগরের বাণী।
কোথায় ধরার ধারে বিরহবিজন
একটি মাধবীলতা আপন ছায়াতে
দুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন।
সারা রাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয়া
রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া
সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
লুন্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া।
তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন।

নিদ্রিতার চিত্র

মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ-আঁধার,
 চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়।
 এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
 বাহুতে মাথাটি রেখে রমণী ঘুমায়া।
 চারি দিকে পৃথিবীতে চিরজাগরণ,
 কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে!
 কোথা হতে আহরিয়া নীরব গুঞ্জন
 চিরদিন রেখে গেছে ওরই কানে কানে।
 ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর
 নীরব ঝর্ঝরগানে পড়িছে ঝরিয়া।
 চিরদিন কাননের নীরব মর্মর,
 লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সমুখে--
 যেমনি ভাঙিবে ঘুম, মরমে মরিয়া
 বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকো॥

কল্পনা-মধুপ

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুন গুন গান,
 লালসে-অলস-পাখা অলির মতন।
 বিকল হৃদয় লয়ে পাগল পরান
 কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ।
 বেলা বহে যায় চলে--শ্রান্ত দিনমান,
 তরতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ন,
 মুরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরির তান,
 সৈঁউতি শিথিলবৃত্ত মুদিছে নয়ন।
 কুসুমদলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,
 সেথা বসে করি আমি কল্পমধু পান ;
 বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া,
 তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান ;
 রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি
 আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী॥

পূর্ণ মিলন

নিশিদিন কাঁদি সখী মিলনের তরে
 যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
 লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে--
 লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।
 এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে--
 আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
 জগত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে,
 অনন্ত কালের মোর জীবন মরণ।
 বিজন বিশ্বের মাঝে মিলনশ্মশানে
 নির্বাপিত সূর্যালোক লুপ্ত চরাচর,
 লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
 তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
 এ কী দুরাশার স্বপ্ন, হায় গো ঈশ্বর,
 তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!

শ্রান্ত

সুখশ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয় ;
পড়েছে শিথিল হয়ে শিরার বন্ধন।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুমশয়ন,
কুসুমরেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়িয়ে।
যেন কোন্ অস্তাচলে সন্ধ্যাস্বপ্নময়
রবির ছবির মতো যেতেছি গড়ায়ে,
সুদূরে মিলিয়া যায় নিখিল নিলয়।
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাই, শ্বাস রুদ্ধ হয়--
পরান কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়--
কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছি তাই॥

বন্দী

দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ।
 চুস্বনমদিরা আর করায়ে না পান।
 কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
 ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।
 কোথায় উষার আলো, কোথায় আকাশ!
 এ চির পূর্ণিমারাত্রি হোক অবসান।
 আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
 তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ!
 আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
 গাঁথিছে সর্বাস্ত্রে মোর পরশের ফাঁদ।
 ঘুমঘোরে শূন্য-পানে দেখি মুখ তুলি
 শুধু অবিশ্রামহাসি একখানি চাঁদ।
 স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়--
 স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তার পায়।

কেন

কেন গো এমন স্বরে বাজে তব বাঁশি,
 মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
 রাঙা অধরের কোণে হেরি মধুহাসি
 পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া।
 কেন তনু বাহুডোরে ধরা দিতে চায়,
 ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
 হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায়,
 হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে।
 কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
 কেন রে কাঁদায় প্রাণ যদি ছায়া,
 আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল--
 এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া।
 মানবহৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
 খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা॥

মোহ

এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
 কিছুত পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
 কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
 মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।
 কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।
 ফুল ফোটা সাজ হলে গাহে না পাখিতে।
 কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত
 রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর!
 কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত,
 কম্পিত পুলকভরে, যৌবনকাতর!
 তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
 সেই চিরপিপাসিত যৌবনের কথা,
 সেই প্রাণ পরিপূর্ণ মরণ-অনল--
 মনে পড়ে হাসি আসে ? চোখে আসে জল ?

পাবিত্র প্রেম

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া।
স্নান করিয়ো না আর মলিন পরশে।
ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনানিশ্বাস তব গরল বরষে।
জান না কি হৃদি-মারো ফুটেছে যে ফুল
ধুলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর।
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার।
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কপায়,
সাধ করে কে আজি রে হবে পথহারা--
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়!
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালোবাস তারে করিছ বিনাশ!

পবিত্র জীবন

মিছে হাসি মিছে বাঁশি মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা।
চেয়ে দেখো, পবিত্র এ মানবজীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা!
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচরস্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোন্‌খান হতে,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্‌ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে।
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ--
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী!
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি!
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

মরীচিকা

এসো, ছেড়ে এসো, সখী, কুসুমশয়না
 বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
 কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
 আকাশকুসুমবনে স্বপন চয়না।
 দেখো ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
 স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
 দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা
 দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।
 চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
 সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলায়--
 হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
 সংসারসংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়া।
 সুখরৌদ্রমরীচিকা নহে বাসস্থান,
 মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

গান-রচনা

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
 এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন ;
 এ শুধু আপন মনে মালা গোঁথে ছিঁড়ে ফেলা
 নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
 শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারাবেলা
 আপনার ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,
 এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে।
 কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি।
 হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।
 কারে যেন দেব ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি,
 সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
 এ খেলা খেলিবে হয় খেলার সাথি কে আছে ?
 ভুলে ভুলে গান গাই--কে শোনে, কে নাই শোনে--
 যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে।

সন্ধ্যার বিদায়

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়,	শিথিল কবরী পড়ে খুলে--
যেতে যেতে কনক-আঁচল	বেধে যায় বকুলকাননে,
চরণের পরশরাঙিমা	রেখে যায় যমুনার কূলে--
নীরবে-বিদায়-চাওয়া চোখে,	গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের স্নানবধু যায়	বিষাদের বাসরশয়নে।
সন্ধ্যাতারা পিছনে দাঁড়ায়ে	চেয়ে থাকে আকুল নয়নে।
যমুনা কাঁদিতে চাহে বুঝি,	কেন রে কাঁদে না কণ্ঠ তুলে--
বিস্মারিত হৃদয় বহিয়া	চলে যায় আপনার মনে।
মাঝে মাঝে ঝাউবন হতে	গভীর নিশ্বাস ফেলে ধরা।
সপ্ত ঋষি দাঁড়াইল আসি	নন্দনের সুরতরঙ্গমূলে--
চেয়ে থাকে পশ্চিমের পথে,	ভুলে যায় আশীর্বাদ করা।
নিশীথিনী রহিল জাগিয়া	বদন ঢাকিয়া এলোচুলো।
কেহ আর কহিল না কথা,	একটিও বহিল না শ্বাস--
আপনার সমাধি-মাঝারে	নিরাশা নীরবে করে বাস।

ৰাত্ৰ

জগতেৰে জড়াইয়া শত পাকে যামিনীনাগিনী
 আকাশ-পাতাল জুড়ি ছিল পড়ে নিদ্রায় মগনা,
 আপনাৰ হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
 মিটি মিটি তৰকায় জলে তৰ অন্ধকাৰ ফণা।
 উষা আসি মন্ত্ৰ পড়ি বাজাইল ললিত ৰাগিণী।
 ৰাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি--
 একে একে খুলে পাক, আঁকি বাঁকি কোথা যায় ভাগি।
 পশ্চিমসাগৰতলে আছে বুঝি বিৰাট গহ্বৰ,
 সেথায় ঘুমাৰে বলে ডুবিতেছে বাসুকি-ভগিনী
 মাথায় বহিয়া তৰ শত লক্ষ রতনের কণা।
 শিয়ৰেতে সারা দিন জেগে রবে বিপুল সাগৰ--
 নিভতে স্তিমিত দীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী
 মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা কৰিবে রচনা।

বৈতরণী

অশ্রুস্রোতে স্ফীত হয়ে বহে বৈতরণী,
 চৌদিকে চাপিয়া আছে আঁধার রজনী।
 পূর্ব তীর হতে ছ ছ আসিছে নিশ্বাস,
 যাত্রী লয়ে পশ্চিমেতে চলেছে তরণী।
 মাঝে মাঝে দেখা দেয় বিদ্যুৎ-বিকাশ,
 কেহ কারে নাই চিনে বঁসে নতশিরে।
 গলে ছিল বিদায়ের অশ্রুকাণ্ড-হার,
 ছিন্ন হয়ে একে একে ঝরে পড়ে নীরে।
 ওই বুঝি দেখা যায় ছায়া-পরপার,
 অন্ধকারে মিটি মিটি তারা-দীপ জ্বলে।
 হোথায় কি বিস্মরণ, নিঃস্বপ্ন নিদ্রার
 শয়ন রচিয়া দিবে ঝরা ফুলদলে!
 অথবা অকূলে শুধু অনন্ত রজনী
 ভেসে চলে কর্ণধারবিহীন তরণী!

মানবহৃদয়ের বাসনা

নিশীথে রয়েছি জেগে ; দেখি অনিমেখে,
 লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।
 কত দিক হতে তারা ধায় কত দিকে।
 কত-না অদৃশ্যকায়া ছায়া-আলিঙ্গন
 বিশ্বময় করে চাহে, করে হায় হায়।
 কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশানশয়ন--
 অন্ধকারে হেরো শত তৃষিত নয়ন
 ছায়াময় পাখি হয়ে কার পানে ধায়।
 ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা
 ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায়।
 উদ্দেশে বারিছে কত অশ্রুবারিকণা,
 চরণ খুঁজিয়া তারা মরিবারে চায়।
 কে শুনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক!
 নিশীথিনী স্তব্ধ হয়ে রয়েছে অবাক।

সিন্ধুগর্ভ

উপরে স্রোতের ভরে ভাসে চরাচর
 নীল সমুদ্রের 'পরে নৃত্য ক'রে সারা।
 কোথা হতে ঝরে যেন অনন্ত নির্ঝর,
 ঝরে আলোকের কণা রবি শশী তারা।
 ঝরে প্রাণ, ঝরে গান, ঝরে প্রেমধারা--
 পূর্ণ করিবারে চায় আকাশ সাগর।
 সহসা কে ডুবে যায় জলবিশ্ব-পারা--
 দুয়ে একটি আলো-রেখা যায় মিলাইয়া,
 তখন ভাবিতে বসি কোথায় কিনারা--
 কোন্ অতলের পানে ধাই তলাইয়া!
 নিম্নে জাগে সিন্ধুগর্ভ স্তব্ধ অন্ধকার।
 কোথা নিবে যায় আলো, থেমে যায় গীত--
 কোথা চিরদিন তরে অসীম আড়াল!
 কোথায় ডুবিয়া গেছে অনন্ত অতীত!

মুদ্র অনন্ত

অনন্ত দিবসরাত্রি কালের উচ্ছ্বাস
 তারি মাঝখানে শুধু একটি নিমেষ
 একটি মধুর সন্ধ্যা, একটু বাতাস,
 মৃদু আলো-আঁধারের মিলন-আবেশ--
 তারি মাঝখানে শুধু একটুকু জুঁই
 একটুকু হাসিমাখা সৌরভের লেশ,
 একটু অধর তার ছুঁই কি না ছুঁই,
 আপন আনন্দ লয়ে উঠিতেছে ফুটে
 আপন আনন্দ লয়ে পড়িতেছে টুটে।
 সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
 একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।
 পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।
 যেমনি পলক টুটে ফুল ঝরে যায়,
 অনন্ত আপনা-মাঝে আপনি মিলায়॥

সমুদ্র

কিসের অশান্তি এই মহাপারাবারে,
 সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন!
 অব্যক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত করিবারে
 শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন।
 যুগ-যুগান্তর ধরি যোজন যোজন
 ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে উত্তাল উচ্ছ্বাস--
 অশান্ত বিপুল প্রাণ করিছে গর্জন,
 নীরবে শুনিছে তাই প্রশান্ত আকাশ।
 আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
 কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে,
 জোয়ারে সাধিতে চায় আপন প্রলয়,
 ভাটায় মিলাতে চায় আপনার নীরো।
 অন্ধ প্রকৃতির হৃদে মৃত্তিকায় বাঁধা
 সতত দুলিছে ওই অশ্রুর পাথার,
 উন্মুখী বাসনা পায় পদে পদে বাধা,
 কাঁদিয়া ভাসাতে চাহে জগৎ-সংসার।
 সাগরের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিয়ে কথা
 সাধ যায় ব্যক্ত করি মানবভাষায়--
 শান্ত করে দিই ওই চির ব্যাকুলতা,
 সমুদ্রবায়ুর ওই চির হায় হায়।
 সাধ যায় মোর গীতে দিবস রজনী
 ধ্বনিতে পৃথিবী-ঘেরা সংগীতের ধ্বনি।

অন্তমান রাব

আজ কি তপন তুমি যাবে অস্তাচলে
না শুনে আমার মুখে একটিও গান।
দাঁড়াও গো, বিদায়ের দুটি কথা বলে
আজিকার দিন আমি করি অবসান।
থামো ওই সমুদ্রের প্রান্তরেখা-’পরে,
মুখে মোর রাখো তব একমাত্র আঁখি।
দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
তুমি চেয়ে থাকো আর আমি চেয়ে থাকি।
দুজনের আঁখি-’পরে সায়াহ্ন-আঁধার
আঁখির পাতার মতো আসুক মুদিয়া,
গভীর তিমিরস্নিগ্ধ শান্তির পাথর
নিবাসে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া।
শেষ গান সাজ করে থেমে গেছে পাখি,
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকি॥

অস্তাচলের পরপারে

সন্ধ্যাসূর্যের প্রতি

আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে
নূতন সাগরতীরে দিবসের পানো।
সায়াহের কূল হতে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কূলে পশে কারো কানে,
সারা রাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায়,
প্রভাত-পাখিরা যবি উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তারা যদি খুঁজে পায়।
গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন,
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রুজল কত,
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নবপ্রভাতের মাঝে শিশিরের মতো।
সায়াহের কুঁড়িগুলি আপনা টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে উঠে না ফুটিয়া।

প্রত্যাশা

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে!
আমি কি দিই নি ফাঁকি কত জনে হয়,
রেখেছি কত-না ঋণ এই পৃথিবীতে।
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,
সকলের কাছে চাই শিক্ষা কুড়াইতে!
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ,
অমনি কেন রে বসি কাতরে কাঁদিতে!
হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহি নাকো আর,
ঘুচাও আমার এই শিক্ষার বাসনা।
মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার
'পাইনি' 'পাইনি' বলে আর কাঁদিব না।
তোমারেও মাগিব না, অলস কাঁদনি--
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি।

স্বপ্নরত্ন

নিষ্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে,
 লোকমাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে।
 ভাসায়ে জীবনতরী সাগরের মাঝে
 তরঙ্গ লঙ্ঘন করি পারি না বাহিতে।
 পুরুষের মতো যত মানবের সাথে
 যোগ দিতে পারি নাকো লয়ে নিজ বল,
 সহস্র সংকল্প শুধু ভরা দুই হাতে
 বিফলে শূকায় যেন লক্ষ্মণের ফল।
 আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
 সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
 মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
 দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
 কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি!
 মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

অক্ষমতা

এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা,
সলিল রয়েছে পড়ে' শুধু দেহ নাই।
এ কেবল হৃদয়ের দুর্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই চাই।
দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা
মানবজীবন যেন সকলি নিষ্ফল--
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।
চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণহতাশন
আমারে করিছে ছাই প্রতি পলে পলে,
মহত্বের আশা শুধু ভারের মতন
আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলো।
কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়,
কোথা রে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময়॥

জাগবার চেষ্টা

মা কেহ কি আছ মোর, কাছে এসো তবে,
 পাশে বসে স্নেহ ক'রে জাগাও আমায়।
 স্বপ্নের সমাধিমন্ডে বাঁচিয়া কী হবে,
 যুঝিতেছি জাগিবারে--আঁখি রুদ্ধ হায়া।
 ডেকো না ডেকো না মোরে ক্ষুদ্রতার মাঝে,
 স্নেহময় আলস্যেতে রেখো না বাঁধিয়া,
 আশীর্বাদ করে মোরে পাঠাও গো কাজে--
 পিছনে ডেকো না আর কাতরে কাঁদিয়া।
 মোর বলে কাহারেও দেব না কি বল,
 মোর প্রাণে পাবে না কি কেহ নব প্রাণ।
 করুণা কি শুধু ফেলে নয়নের জল,
 প্রেম কি ঘরের কোণে গাহে শুধু গান ?
 তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ
 যদি মা করিতে পারি কারো কোনো কাজ॥

কাব্বর অহংকার

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা।
 শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না শরমে।
 খাঁচার পাখির মতো গান গেয়ে মরা,
 এই কি মা আদি অন্ত মানবজনমে।
 সুখ নাই, সুখ নাই, শুধু মর্মব্যথা--
 মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়।
 কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা,
 প্রাণে ম'রে গানে কি রে বেঁচে থাকা যায়।
 কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,
 মোরে তোমাদের মাঝে করো গো আহ্বান ;
 বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল--
 দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান।
 তার পরে একসাথে এস কাজ করি,
 কেবলি বিলাপগান দূরে পরিহরি॥

বিজনে

আমারে ডেকো না আজি, এ নহে সময়--
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন,
রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয়,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন।
মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুন্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়,
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।
ভৎসনা করিব তারে বিজনে বিরলে,
একটুকু ঘুমাক সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ-অঞ্চলে
প্রকৃতি জননী তারে রাখুন বাঁধিয়া।
শান্ত স্নেহকোলে বসে শিশুক সে স্নেহ,
আমারে আজিকে তোরা ডাকিস নে কেহ।

সিন্ধুতীরে

হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি,
 ধ্বনিত হতেছে চিরদিবসের বাণী।
 চিরদিবসের রবি ওঠে, অস্ত যায়,
 চিরদিবসের কবি গাহিছে হেথায়।
 ধরণীর চারি দিকে সীমামূল্য গানে
 সিন্ধু শত তটিনীতে করিছে আহ্বান--
 হেথায় দেখিলে চেয়ে আপনার পানে
 দুই চোখে জল আসে, কেঁদে ওঠে প্রাণ।
 শত যুগ হেথা বসে মুখপানে চায়,
 বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের সাড়া।
 তীব্র বক্র ক্ষুদ্র হাসি পায় যদি ছাড়া
 রবির কিরণে এসে মরে সে লজ্জায়।
 সবারে আনিতে বুক বুক বেড়ে যায়,
 সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া।

সত্য

১

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
 হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে ব'লে!
 কে কী বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে,
 কী হয় কী হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে!
 'আলো' 'আলো' খুঁজে মরি পরের নয়নে,
 'আলো' 'আলো' খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
 অবশেষে শুয়ে পড়ি ধুলির শয়নে--
 ভয় হয় এক পদ অগ্রসর হতে!
 বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙে অন্ধকার,
 হৃদি যদি ভেঙে যায় সেও তবু ভালো।
 যে গৃহে জানালা নাই সে তো কারাগার--
 ভেঙে ফেলো, আসিবেক স্বর্গের আলো।
 হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি!
 চলিব সরল পথে অশঙ্কিত গতি!

সত্য

২

জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশী
 দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীমসুন্দর।
 সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি,
 চিরস্থির শুভ্র হাসি, প্রসন্ন অধর।
 আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
 লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়--
 আপন মহিমা হেরি আপনি হরষি
 চরাচর শির তুলি তোমাপানে চায়।
 আমার হৃদয়দীপ আঁধার হেথায়,
 ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া--
 ওই ধ্রুবতারাখানি রেখেছ যেথায়
 সেই গগনের প্রান্তে রাখো ঝুলাইয়া।
 চিরদিন জেগে রবে নিবিবে না আর,
 চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার।

আত্মাভিমান

আপনি কন্টক আমি, আপনি জর্জর।
 আপনার মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই।
 সকলের কাছে কেন যাচি গো নির্ভর--
 গৃহ নাই, গৃহ নাই, মোর গৃহ নাই।
 অতি তীক্ষ্ণ অতি ক্ষুদ্র আত্ম-অভিমান
 সহিতে পারে না হয় তিল অসম্মান।
 আগেভাগে সকলের পায়ে ফুটে যায়
 ক্ষুদ্র ব'লে পাছে কেহ জানিতে না পায়।
 বরঞ্চ আঁধারে রব ধুলায় মলিন,
 চাহি না চাহি না এই দীন অহংকার--
 আপন দারিদ্র্যে আমি রহিব বিলীন,
 বেড়াব না চেয়ে চেয়ে প্রসাদ সবার।
 আপনার মাঝে যদি শান্তি পায় মন
 বিনীত ধুলার শয়্যা সুখের শয়ন॥

আত্ম-অপমান

মোহো তবে অশ্রুজল, চাও হাসিমুখে
বিচিত্র এ জগতের সকলের পানে।
মানে আর অপমানে সুখে আর দুখে
নিখিলের ডেকে লও প্রসন্ন পরানো।
কেহ ভালোবাসে কেহ নাহি ভালোবাসে,
কেহ দূরে যায় কেহ কাছে চলে আসে,
আপনার মাঝে গৃহ পেতে চাও যদি
আপনারে ভুলে তবে থাকো নিরবধি।
ধনীর সন্তান আমি, নহি গো ভিখারি,
হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেমের ভাণ্ডার,
আমি ইচ্ছা করি যদি বিলাইতে পারি
গভীর সুখের উৎস হৃদয় আমার।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি মাগি অন্নপান
কেন আমি করি তবে আত্ম-অপমান!

ক্ষুদ্র আমি

বুঝেছি বুঝেছি, সখা, কেন হাহাকার,
 আপনার 'পরে মোর কেন সদা রোষ।
 বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার--
 আমি আছি তুমি নাই তাই অসন্তোষ।
 সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি--
 ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
 শীর্ণবাহু-আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
 করিছে আমার হায় অস্থিচর্ম সার।
 কোথা নাথ, কোথা তব সুন্দর বদন--
 কোথায় তোমার নাথ, বিশ্ব-ঘেরা হাসি।
 আমারে কাড়িয়া লও, করো গো গোপন--
 আমারে তোমারে মাঝে করো গো উদাসী।
 ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড়ো অহংকার,
 ভাঙো নাথ, ভাঙো নাথ, অভিমান তার॥

প্রার্থনা

তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো সখা, তাই
 'আমি বড়ো' 'আমি বড়ো' করিছে সবাই।
 সকলেই উঁচু হয়ে দাঁড়ায়ে সমুখে
 বলিতেছে, 'এ জগতে আর কিছু নাই'
 নাথ, তুমি একবার এসো হাসিমুখে
 এরা সবে ম্লান হয়ে লুকাক লজ্জায়--
 সুখ দুঃখ টুটে যাক তব মহাসুখে,
 যাক আলো অন্ধকার তোমার প্রভায়।
 নহিলে ডুবেছি আমি, মরেছি হেথায়,
 নহিলে ঘুচে না আর মর্মের ক্রন্দন--
 শুষ্ক ধূলি তুলি শুধু সুধাপিপাসায়,
 প্রেম ব'লে পরিয়াছি মরণবন্ধন।
 কভু পড়ি কভু উঠি, হাসি আর কাঁদি--
 খেলাঘর ভেঙে প'ড়ে রচিছে সমাধি।

বাসনার ফাদ

যারে চাই তার কাছে আমি দিই ধরা,
সে আমার না হইতে আমি হই তার।
পেয়েছি বলিয়ে মিছে অভিমান করা,
অন্যেরে বাঁধিতে গিয়ে বন্ধন আমার।
নিরখিয়া দ্বারমুক্ত সাধের ভাণ্ডার
দুই হাতে লুটে নিই রত্ন ভূরি ভূরি--
নিয়ে যাব মনে করি, ভারে চলা ভার,
চোরা দ্রব্য বোঝা হয়ে চোরে করে চুরি।
চিরদিন ধরণীর কাছে ঋণ চাই,
পথের সম্বল ব'লে জমাইয়া রাখি,
আপনারে বাঁধা রাখি সেটা ভুলে যাই--
পাথেয় লইয়া শেষে কারাগারে থাকি।
বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে-ডোবে তরী--
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কী করি !

চিরদিন

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা,
 কে বা আসে কে বা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
 কে বা হাসে কে বা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
 কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা।
 কোথা খঁসে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,
 উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
 বহে যায় কালবায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
 ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে।
 এত ভাঙা এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
 এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব--
 কোথা কে বা, কোথা সিঁধু, কোথা উর্মি, কোথা তার বেলা--
 গভীর অসীম গর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত সব।
 জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ব আঁধারে বিলীন
 আকাশমণ্ডপে শুধু বসে আছে এক 'চিরদিন'।

২

কী লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি,
 প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন,
 কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ,
 চিরবিরহীর মতো চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি।
 অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস,
 আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়বাতাস,
 জগতের উর্গাজল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি।
 অনন্ত আঁধার- মাঝে কেহ তব নাহিকো দোসর,
 পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
 পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর।
 সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
 সহস্র শব্দে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর--
 হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া--
 আসি, থাকি, চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া॥

৩

তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে, থাকে, আর মিলে যায় ?
 তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই ?
 যুগ-যুগান্তর ধরে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই ?
 প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই, সে কি শুধু মরণের পায় ?
 এ ফুল চাহে না কেহ ? লহে না এ পূজা-উপহার ?
 এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়।
 বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে ?
 বিশ্বের কাঁদছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার ?
 যুগ-যুগান্তর প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে ?
 চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে--
 বাঁশি শুনি চলিয়াছে, সে কি হয় বৃথা অভিসার!
 ব'লো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন--
 বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে, সে স্বপন কাহার স্বপন ?
 সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

8

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
 জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
 অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ--
 যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
 যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন--
 যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
 যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন,
 অসীমে জগতে একি পিরিতির আদান-প্রদান।
 কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন-উপহারে,
 নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
 প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে!
 প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনন্ত জীবন!
 ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন--
 সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে!

বঙ্গভূমির প্রাতি

কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে!
 এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
 আপন মায়েরে নাহি জানে।
 এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না--
 মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে।
 তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি--
 স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি,
 জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।
 এরা কী দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না--
 মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে!
 মনের বেদনা রাখো মা মনে,
 নয়নবারি নিবারো নয়নে,
 মুখ লুকাও মা, ধূলিশয়নে--
 ভুলে থাকো যত হীন সন্তানো।
 শূন্য-পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি
 দেখো কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
 দুঃখ জানায়ে কী হবে জননী,
 নির্মম চেতনহীন পাষাণে।

আহ্বানগীত

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষণ্ণ,
 শুনতে পেয়েছি ওই--
 সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
 কই রে বাঙালি কই।
 সুগভীর স্বর কাঁদিয়া বেড়ায়
 বঙ্গসাগরের তীরে,
 “বাঙালির ঘরে কে আছিস আয়”
 ডাকিতেছে ফিরে ফিরে।
 ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো,
 পথে কেন নাই লোক,
 সারা দেশ ব্যাপি মরেছে কে যেন--
 বেঁচে আছে শুধু শোক।
 গঙ্গা বহে শুধু আপনার মনে,
 চেয়ে থাকে হিমগিরি,
 রবি শশী উঠে অনন্ত গগনে
 আসে যায় ফিরি ফিরি।

কত-না সংকট, কত-না সন্তাপ
 মানবশিশুর তরে,
 কত-না বিবাদ কত-না বিলাপ
 মানবশিশুর ঘরে।
 কত ভায়ে ভায়ে নাই যে বিশ্বাস,
 কেহ করে নাই মানে,
 ঈর্ষা নিশাচরী ফেলিছে নিশ্বাস
 হৃদয়ের মাঝখানে।
 হৃদয়ে লুকানো হৃদয়বেদনা,
 সংশয়-আঁধারে যুঝে,
 কে কাহারে আজি দিবে গো সান্ত্বনা--
 কে দিবে আশ্রয় খুঁজে।
 মিটাতে হইবে শোক তাপ ত্রাস,
 করিতে হইবে রণ,
 পৃথিবী হইতে উঠেছে উচ্ছ্বাস--
 শোনো শোনো সৈন্যগণ।

পৃথিবী ডাকিছে আপন সন্তানে,
 বাতাস ছুটেছে তাই--
 গৃহ তেয়োগিয়া ভায়ের সন্ধানে
 চলিয়াছে কত ভাই।
 বঙ্গের কুটিরে এসেছে বারতা,
 শুনেছে কি তাহা সবো।
 জেগেছে কি কবি শুনাতে সে কথা
 জালদগম্ভীর রবো।
 হৃদয় কি কারো উঠেছে উথলি।
 আঁখি খুলেছে কি কেহ।
 ভেঙেছে কি কেহ সাধের পুতলি।
 ছেড়েছে খেলার গেহ ?
 কেন কানাকানি, কেন রে সংশয়।
 কেন মরো ভয়ে লাজে।
 খুলে ফেলো দ্বার, ভেঙে ফেলো ভয়,
 চলো পৃথিবীর মাঝে।

ধরাপ্রান্তভাগে ধুলিতে লুটায়,
 জড়িমাজড়িত তনু,
 আপনার মাঝে আপনি গুটায়
 ঘুমায় কীটের অণু।
 চারি দিকে তার আপন উল্লাসে
 জগৎ ধাইছে কাজে,
 চারি দিকে তার অনন্ত আকাশে
 স্বরগসংগীত বাজে।
 চারি দিকে তার মানবমহিমা
 উঠিছে গগনপানে,
 খুঁজিছে মানব আপনার সীমা
 অসীমের মাঝখানে।
 সে কিছুই তার করে না বিশ্বাস,
 আপনারে জানে বড়ো--
 আপনি গগিছে আপন নিশ্বাস,
 ধুলা করিতেছে জড়ো।

সুখ দুঃখ লয়ে অনন্ত সংগ্রাম,
 জগতের রঙ্গভূমি--
 হেথায় কে চায় ভীষ্মের বিশ্রাম,
 কেন গো ঘুমাও তুমি।
 ডুবছি ভাসিছি অশ্রুর হিল্লোলে,
 শুনতেছি হাহাকার--
 তীর কোথা আছে দেখো মুখ তুলে,
 এ সমুদ্র করো পার।
 মহা কলরবে সেতু বাঁধে সবে,
 তুমি এসো, দাও যোগ--
 বাধার মতন জড়াও চরণ
 এ কী রে করম-ভোগ।
 তা যদি না পারো সরো তবে সরো
 ছড়ে দাও তবে স্থান,
 ধুলায় পড়িয়া মরো তবে মরো--
 কেন এ বিলাপগান!

ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার,
 ভেবে দেখ্ তোরা কারা,
 মানবের মতো ধরিয়া আকার,
 কেন রে কীটের পারা,
 আছে ইতিহাস, আছে কুলমান,
 আছে মহত্ত্বের খনি--
 পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান
 শোন্ তার প্রতিধ্বনি।
 খুঁজেছেন তাঁরা চাহিয়া আকাশে
 গ্রহতারকার পথ,
 জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে
 উড়াতেন মনোরথা।
 চাতকের মতো সত্যের লাগিয়া
 ত্যজিত আকুল প্রাণে
 দিবস রজনী ছিলেন জাগিয়া
 চাহিয়া বিশ্বের পানো।

তবে কেন সবে বধির হেথায়,

কেন অচেতন প্রাণ,
 বিফল উচ্ছ্বাসে কেন ফিরে যায়
 বিশ্বের আহ্বানগান!
 মহত্ত্বের গাথা পশিতেছে কানে,
 কেন রে বুঝি নে ভাষা।
 তীর্থযাত্রী যত পথিকের গানে
 কেন রে জাগে না আশা।
 উন্নতির ধ্বজা উড়িছে বাতাসে,
 কেন রে নাচে না প্রাণ।
 নবীন কিরণ ফুটেছে আকাশে
 কেন রে জাগে না গান।
 কেন আছি শুয়ে, কেন আছি চেয়ে,
 পড়ে আছি মুখোমুখি--
 মানবের স্রোত চলে গান গেয়ে,
 জগতের সুখে সুখী।

চলো দিবালোকে, চলো লোকালয়ে,
 চলো জনকোলাহলে--
 মিশাব হৃদয় মানবহৃদয়ে
 অসীম আকাশতলে।
 তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের 'পরে,
 নৃত্য গীত নব নব--
 বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠস্বরে
 এক-কণ্ঠ হয়ে কব।
 মানবের সুখ মানবের আশা
 বাজিবে আমার প্রাণে,
 শত লক্ষ কোটি মানবের ভাষা
 ফুটিবে আমার গানে।
 মানবের কাজে মানবের মাঝে
 আমরা পাইব ঠাই,
 বঙ্গের দুয়ারে তাই শিঙা বাজে--
 শুনিতে পেয়েছি ভাই।

মুছে ফেলো ধূলা, মুছ অশ্রুজল,
 ফেলো ভিখারির চীর--

পরো নব সাজ, ধরো নব বল,
 তোলো তোলো নত শির।
 তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে
 জগতের নিমন্ত্রণ--
 দীনহীন বেশ ফেলে যেয়ো পাছে,
 দাসত্বের আভরণ।
 সভার মাঝারে দাঁড়াবে যখন,
 হাসিয়া চাহিবে ধীরে,
 পুরব রবির হিরণ কিরণ
 পড়িবে তোমার শিরে।
 বাঁধন টুটিয়া উঠিবে ফুটিয়া
 হৃদয়ের শতদল,
 জগৎ-মাঝারে যাইবে লুটিয়া
 প্রভাতের পরিমল।

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
 মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ,
 জগতের লোক সুধার আশায়
 সে ভাষা করিবে পান।
 চাহিবে মোদের মায়ের বদনে,
 ভাসিবে নয়নজলে--
 বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে
 মায়ের চরণতলে।
 বিশ্বের মাঝারে ঠাই নাই বলে
 কঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
 গান গেয়ে কবি জগতের তলে
 স্থান কিনে দাও তুমি।
 এক বার কবি মায়ের ভাষায়
 গাও জগতের গান--
 সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়,
 ঘুচে যায় অপমান।

শেষ কথা

মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে,
পাখির মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান ম'রে গিয়ে, নূতন জীবনে
একটি কথায় চাহে হইতে বিলয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরি,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন-তরে।
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি ক্তার্থ হব আপন বাণীতে।

শরতের শুকতারা

একাদশী রজনী
 পোহায় ধীরে ধীরে--
 রাঙা মেঘ দাঁড়ায়
 উষারে ঘিরে ঘিরে।
 ক্ষীণ চাঁদ নভের
 আড়ালে যেতে চায়,
 মাঝখানে দাঁড়িয়ে
 কিনারা নাহি পায়।
 বড়ো স্লান হয়েছে
 চাঁদের মুখখানি,
 আপনাতে আপনি
 মিশাবে অনুমানি।
 হেরো দেখো কে ওই
 এসেছে তার কাছে,
 শুকতারা চাঁদের
 মুখেতে চেয়ে আছে।
 মরি মরি কে তুমি
 একটুখানি প্রাণ,
 কী না জানি এনেছ
 করিতে ওরে দান।
 চেয়ে দেখো আকাশে
 আর তো কেহ নাই,
 তারা যত গিয়েছে
 যে যার নিজ ঠাই।
 সাথীহারা চন্দ্রমা
 হেরিছে চারি ধার,
 শূন্য আহা নিশির
 বাসর-ঘর তার!
 শরতের প্রভাতে
 বিমল মুখ নিয়ে
 তুমি শুধু রয়েছে

শিয়রে দাঁড়াইয়ে।
 ও হয়তো দেখিতে
 পেলে না মুখ তোর!
 ও হয়তো তারার
 খেলার গান গায়,
 ও হয়তো বিরাগে
 উদাসী হতে চায়!
 ও কেবল নিশির
 হাসির অবশেষ!
 ও কেবল অতীত
 সুখের স্মৃতিলেশ!
 দ্রুতপদে তাহারা
 কোথায় চলে গেছে--
 সাথে যেতে পারে নি
 পিছনে পড় আছে!
 কত দিন উঠেছ
 নিশির শেষাশেষি,
 দেখিয়াছ চাঁদেতে
 তারাতে মেশামেশি!
 দুই দণ্ড চাহিয়া
 আবার চলে যেতে,
 মুখখানি লুকাতে
 উষার আঁচলেতে।
 পুরবের একান্তে
 একটু দিয়ে দেখা,
 কী ভাবিয়া তখনি
 ফিরিতে একা একা।
 আজ তুমি দেখেছ
 চাঁদের কেহ নাই,
 স্নেহময়, আপনি
 এসেছ তুমি তাই!
 দেহখানি মিলায়
 মিলায় বুঝি তার!
 হাসিটুকু রহে না
 রহে না বুঝি আর!

দুই দণ্ড পরে তো
রবে না কিছু হয়!
কোথা তুমি, কোথায়
চাঁদের ক্ষীণকায়!
কোলাহল তুলিয়া
গরবে আসে দিন,
দুটি ছোটো প্রাণের
লিখন হবে লীন।
সুখশ্রমে মলিন
চাঁদের একসনে
নবপ্রেম মিলাবে
কাহার রবে মনে!

কলিকাতা, প্রকাশকাল : ১২৯৩

পত্র

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার । খুলনা

মাগো আমার লক্ষ্মী,
মনিষ্যি না পক্ষী!
এই ছিলেম তরীতে,
কোথায় এনু ত্বরিতে!
কাল ছিলেম খুলনায়,
তাতে তো আর ভুল নাই,
কলকাতায় এসেছি সদ্য,
বসে বসে লিখছি পদ্য।

তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমন এক রকম,
খোপে বসে পায়রা যেন
করছি কেবল বক্‌বকম!
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
মেঘ করেছে আকাশে,
উষার রাঙা মুখখানি গো
কেমন যেন ফ্যাকাশে!
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই
দুয়োরগুলো ভেজানো,
ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন!
পক্ষীটি সেই ঝুপসি হয়ে
ঝিমছে রে খাঁচাতে,
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে।
ঘরের কোণে আপন মনে
শূন্য পড়ে বিছেনা,

কাহার তরে কেঁদে মরে
 সে কথাটা মিছে না!
 বইগুলো সব ছড়িয়ে প'ড়ে
 নাম লেখা তায় কার গো!
 এমনি তারা রবে কি রে
 খুলবে না কেউ আর গো!
 এটা আছে সেটা আছে
 অভাব কিছুই নেই তো,
 স্মরণ করে দেয় রে যারে
 থাকে নাতো সেই তো!
 বাগানে ওই দুটো গাছে
 ফুল ফুটেছে রাশি রাশি,
 ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
 ফুল কে আমায় দিত মেলা,
 বিছেনায় কার মুখটি দেখে
 সকাল হত সকালবেলা!
 জল থেকে তুই আসবি কবে
 মাটির লক্ষ্মী মাটিতে
 ঠাকুরবাবুর ছয় নম্বর
 জোড়াসাঁকোর বাটীতে!

ইস্টিম ওই রে ফুরিয়ে এল
 নোঙর তবে ফেলি অদ্য।
 অবিদিত নেই তো তোমার
 রবিকাকা কুঁড়ের হৃদ!
 আজকে নাকি মেঘ করেছে
 ঠেকছে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা,
 তাই খানিকটা ফোঁসফোঁসিয়ে
 বিদায় হল--
 রবিকাকা।

পত্র

শ্রীমতী ইন্দীরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার । খুলনা

বসে বসে লিখলেম চিঠি
পুরিয়ে দিলাম চারটি পিঠই,
পেলেম না তার জবাবই
এমনি তোমার নবাবী!

দুটো ছত্র লিখবি পত্র
একলা তোমার 'রব্-কা' যে!
পোড়ারমুখী তাও হবে না
আলিস্যি তোর সব কাজে!
ঝগড়াটে নয় স্বভাব আমার
নইলে দেখতে কারখানা,
গলার চোটে আকাশ ফেটে
হয়ে যেত চারখানা,
বাছা আমার দেখতে পেতে
এই কলমের ধারখানা!

তোমার মতো এমনি মা তো
দেখি নি এ বঙ্গে গো,
মায়া দয়া যা-কিছু সে
যদিন থাকে সঙ্গে গো!
চোখের আড়াল প্রাণের আড়াল
কেমনতরো ঢঙ এ গো!
তোমার প্রাণ যে পাষণ-সম
জানি সেটা রযশফ তফস!

সংসারে যে সবি মায়া
সেটা নেহাত গল্প না!
বাইরেতে এক ভিতরে এক
এ যেন কার খল-পনা!

সত্যি বলে যেটা দেখি
 সেটা আমার কল্পনা!
 ভেবে একবার দেখো বাছা
 ফিলজফি অল্প না!

মস্ত একটা বৃদ্ধাস্থুষ্ঠ
 কে রেখেছে সাজিয়ে
 যা করি তা কেবল 'থোড়া
 জমির বাস্তুে কাজিয়ে'
 বৃষ্টি পড়ে চিঠি না পাই,
 মনটা নিয়ে ততই হাঁপাই,
 শূন্যে চেয়ে ততই ভাবি
 সকলি ভোজ-বাজি এ!
 ফিলজফি মনের মধ্যে
 ততই ওঠে গাঁজিয়ে!

দূর হোক গো, এত কথা
 কেনই বলি তোমাকে!
 ভরা নায়ে পা দিয়েছ,
 আছ তুমি দেমাকে!

...

তোমার সঙ্গে আর কথা না,
 তুমি এখন লোকটা মস্ত,
 কাজ কি বাপু, এইখানেতেই
 রবীন্দ্রনাথ হলেন অস্ত।

প্রকাশকাল : ১২৯৩

জন্মতিথির উপহার

একটি কাঠের বাস্ক

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্নেহ-উপহার এনেছি রে দিতে

লিখেও এনেছি দু-তিন ছত্ৰ।

দিতে কত কী যে সাধ যায় তোরে

দেবার মতো নেই জিনিস-পত্তর!

টাকাকড়িগুলো ট্যাঁকশালে আছে

ব্যাক্কে আছে সব জমা,

ট্যাঁকে আছে খালি গোটা দুত্তিন,

এবার করো বাছ ক্ষমা!

হীরে জহরাৎ যত ছিল মোর

পোঁতা ছিল সব মাটিতে,

জহরী যে যেত সন্ধান পেয়ে

নে গেছে যে যার বাটীতে!

দুনিয়া শহর জমিদারি মোর,

পাঁচ ভূতে করে কাড়াকাড়ি,

হাতের কাছেতে যা-কিছু পেলুম,

নিয়ে এনু তাই তাড়াতাড়ি!

স্নেহ যদি কাছে রেখে দেওয়া যেত

চোখে যদি দেখা যেত রে,

বাজারে-জিনিস কিনে নিয়ে এসে

বল্ দেখি দিত কে তোরে!

জিনিসটা অতি যৎসামান্য

রাখিস ঘরের কোণে,

বাস্কখানি ভরে স্নেহ দিনু তোরে

এইটে থাকে যেন মনে!

বড়োসড়ো হবি ফাঁকি দিয়ে যাবি,

কোন্‌খেনে রবি নুকিয়ে,

কাকা-ফাকা সব ধুয়ে-মুছে ফেলে

দিবি একেবারে চুকিয়ে।

তখন যদি রে এই কাঠখানা
 মনে একটুকু তোলে ঢেউ--
 একবার যদি মনে পড়ে তোর
 'বুজি' বলে বুঝি ছিল কেউ!
 এই-যে সংসারে আছি মোরা সবে
 এ বড়ো বিষম দেশটা!
 ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চলে যেতে
 ভুলে যেতে সবার চেষ্টা!
 ভয়ে ভয়ে তাই সবারে সবাই
 কত কী যে এনে দিচ্ছে,
 এটা-ওটা দিয়ে স্মরণ জাগিয়ে
 বেঁধে রাখিবার ইচ্ছে!
 মনে রাখতে যে মেলাই কাঠ-খড় চাই,
 ভুলে যাবার ভারি সুবিধে,
 ভালোবাস যারে কাছে রাখ তারে
 যাহা পাস তারে খুবি দে!
 বুঝে কাজ নেই এত শত কথা,
 ফিলজফি হোক ছাই!
 বেঁচে থাকো তুমি সুখে থাকো বাছা
 বালাই নিয়ে মরে যাই!

বালক, ফাল্গুন, ১২৯২

চিঠি

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু
স্টীমার 'রাজহংস'। গঙ্গা

চিঠি লিখব কথা ছিল,
দেখছি সেটা ভারি শক্ত।
তেমন যদি খবর থাকে
লিখতে পারি তত্ত তত্ত।
খবর বয়ে বেড়ায় ঘুরে
খবরওয়ালা ঝাঁকা-মুটে।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত
বেড়াই নাকো খবর খুঁটে।
এত ধুলো, এত খবর
কলকাতাটার গলিতে!
নাকে চোকে খবর ঢোকে
দু-চার কদম চলিতে।
এত খবর সয় না আমার
মরি আমি হাঁপোষো।
ঘরে এসেই খবরগুলো
মুছে ফেলি পাপোষো।
আমাকে তো জানই বাছা!
আমি একজন খেয়ালি।
কথাগুলো যা বলি, তার
অধিকাংশই হেঁয়ালি।
আমার যত খবর আসে
ভোরের বেলা পুঁব দিয়ে।
পেটের কথা তুলি আমি
পেটের মধ্যে ডুব দিয়ে।
আকাশ ঘিরে জাল ফেলে
তারা ধরাই ব্যাবসা।
থাক্ গে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা।

কল্পতরুর তলায় থাকি
 নই গো আমি খবুরো
 হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি
 মেওয়া ফলে সবুরো
 তবে যদি নেহাত কর
 খবর নিয়ে টানাটানি।
 আমি বাপু একটি কেবল
 দুষ্টু মেয়ের খবর জানি!
 দুষ্টুমি তার শোনো যদি
 অবাক হবে সত্যি!
 এত বড়ো বড়ো কথা তার
 মুখখানি একরত্তি।
 মনে মনে জানেন তিনি
 ভারি মস্ত লোকটা।
 লোকের সঙ্গে না-হক কেবল
 ঝগড়া করবার ঝোঁকটা।
 আমার সঙ্গেই যত বিবাদ
 কথায় কথায় আড়ি।
 এর নাম কি ভদ্র ব্যাভার!
 বড্ড বাড়াবাড়ি।
 মনে করেছি তার সঙ্গে
 কথাবার্তা বন্দ করি।
 প্রতিজ্ঞা থাকে না পাছে
 সেইটে ভারি সন্দ করি।
 সে না হলে সকাল বেলায়
 চামেলি কি ফুটবে!
 সে নইলে কি সন্ধে বেলায়
 সন্ধেতারা উঠবে।
 সে না হলে দিনটা ফাঁকি
 আগাগোড়াই মস্কারা।
 পোড়ারমুখী জানে সেটা
 তাই এত তার আস্কারা।
 চুড়ি-পরা হাত দুখানি
 কতই জানে ফন্দি।
 কোনোমতে তার সাথে তাই

করে আছি সন্ধি।

নাম যদি তার জিগেস কর
 নামটি বলা হবে না।
 কী জানি সে শোনে যদি
 প্রাণটি আমার রবে না।
 নামের খবর কে রাখে তার
 ডাকি তারে যা খুশি।
 দুষ্টু বলো, দসি় বলো,
 পোড়ারমুখী, রান্ধুসী!
 বাপ মায়ে যে নাম দিয়েছে
 বাপ মায়েরি থাক্ সে।
 ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
 তুলে রাখুন বাঞ্চে!
 এক জনেতে নাম রাখবে
 অনপ্রাশনে।
 বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে
 বিষম শাসন এ।
 নিজের মনের মত সবাই
 করুক নামকরণ।
 বাবা ডাকুন 'চন্দ্রকুমার'
 খুড়ো 'রামচরণ'!
 ধার-করা নাম নেব আমি
 হবে না তো সিটি।
 জানই আমার সকল কাজে
 ঘঙ্কভফভশতরভট্ট।
 ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
 সঙ্কস্কৃত নাম।
 এতে কেবল বেড়ে ওঠে
 অভিধানের দাম।
 আমি বাপু ডেকে বসি
 যেটা মুখে আসে,
 যারে ডাকি সেই তা বোঝে
 আর সকলে হাসে!
 দুষ্টু মেয়ের দুষ্টুমি-- তায়

কোথায় দেব দাঁড়ি!
 অকূল পাথার দেখে শেষে
 কলমের হাল ছাড়ি!
 শোনো বাছা, সত্যি কথা
 বলি তোমার কাছে--
 ত্রিঙ্গতে তেমন মেয়ে
 একটি কেবল আছে!
 বর্ণিমেটা কারো সঙ্গে
 মিলে পাছে যায়--
 তুমুল ব্যাপার উঠবে বেধে
 হবে বিষম দায়!
 হপ্তাখানেক বকাবকি
 ঝগড়াঝাঁটির পালা,
 একটু চিঠি লিখে, শেষে
 প্রাণটা ঝালাফালা।
 আমি বাপু ভালোমানুষ
 মুখে নেইকো রা।
 ঘরের কোণে বসে বসে
 গোঁফে দিচ্ছি তা।
 আমি যত গোলে পড়ি
 শুনি নানান বাক্য।
 খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে
 আমিই তাহার সাক্ষী।
 আমি কারো নাম করি নি
 তবু ভয়ে মরি।
 তুই পাছে নিস গায়ে পেতে
 সেইটো বড়ো ডরি!
 কথা একটা উঠলে মনে
 ভারি তোরা জ্বালাস।
 আমি বাপু আগে থাকতে
 বলে হলুম খালাস!

সঞ্জীবনী, ১ চৈত্র, ১২৯২

পত্র

শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু
সম্পাদক সমীপেষু।

দামু বোস আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে!
(আমার দামু আমার চামু!)

কোথায় গেল বাবা তোমার
মা জননী কই!
সাত-রাজার-ধন মানিক ছেলের
মুখে ফুটছে খই!
(আমার দামু আমার চামু!)

দামু ছিল একরত্তি
চামু তথৈবচ,
কোথা থেকে এল শিখে
এতই খচমচ!
(আমার দামু আমার চামু!)

দামু বলেন 'দাদা আমার'
চামু বলেন 'ভাই',
আমাদের দোঁহাকার মতো
ত্রিভুবনে নাই!
(আমার দামু আমার চামু!)

গায়ে পড়ে গাল পাড়ছে
বাজার সরগরম,
মেছুনি-সংহিতায় ব্যাখ্যা
হিন্দুর ধরম!
(দামু আমার চামু!)

দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
 আরো হিঁদু চামু
 সঙ্গে সঙ্গে গজায় হিঁদু
 রামু বামু শামু
 (দামু আমার চামু!)

রব উঠেছে ভারতভূমে
 হিঁদু মেলা ভার,
 দামু চামু দেখা দিয়েছেন
 ভয় নেইকো আরা
 (ওরে দামু, ওরে চামু!)

নাই বটে গোতম অত্রি
 যে যার গেছে সরে,
 হিঁদু দামু চামু এলেন
 কাগজ হাতে করে।
 (আহা দামু আহা চামু!)

লিখছে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র
 এডিটোরিয়াল,
 দামু বলছে মিথ্যে কথা
 চামু দিচ্ছে গাল।
 (হায় দামু হায় চামু!)

এমন হিঁদু মিলবে না রে
 সকল হিঁদুর সেরা,
 বোস অংশ আর্যবংশ
 সেই বংশের ঐরা!
 (বোস দামু বোস চামু!)

কলির শেষে প্রজাপতি
 তুলেছিলেন হাই,
 সুড়সুড়িয়ে বেড়িয়ে এলেন
 আর্য দুটি ভাই ;

(আর্য দামু চামু!)

দস্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলছে
 হিন্দু শাস্ত্রের মূল,
 মেলাই কচুর আমদানিতে
 বাজার হুলুস্থূল।
 (দামু চামু অবতার!)

মনু বলেন 'ম'নু আমি'
 বেদের হল ভেদ,
 দামু চামু শাস্ত্র ছাড়ে,
 রইল মনে খেদ!
 (ওরে দামু ওরে চামু!)

মেড়ার মত লড়াই করে
 লেজের দিকটা মোটা,
 দাপে কাঁপে থরথর
 হিন্দুয়ানির খোঁটা!
 (আমার হিন্দু দামু চামু!)

দামু চামু কেঁদে আকুল
 কোথায় হিন্দুয়ানি!
 ট্যাকে আছে গৌঁজ' যেথায়
 সিকি দুয়ানি।
 (থলের মধ্যে হিন্দুয়ানি!)

দামু চামু ফুলে উঠল
 হিন্দুয়ানি বেচে,
 হামাগুড়ি ছেড়ে এখন
 বেড়ায় নেচে নেচে!
 (ষেটের বাছা দামু চামু!)

আদর পেয়ে নাদুস নুদুস
 আহা করছে কসে,
 তরিবট্টা শিখলে নাকো

বাপের শিক্ষাদোষে!
(ওরে দামু চামু!)

এসো বাপু কানটি নিয়ে,
শিখবে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে
তবেই নাচার!
(হায় দামু হায় চামু!)

পড়াশুনো করো, ছাড়া
শাস্ত্র আঘাড়ে,
মেজে ঘষে তোল্ রে বাপু
স্বভাব চাষাড়ে।
(ও দামু ও চামু!)

ভদ্রলোকের মান রেখে চল্
ভদ্র বলবে তোকে,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা
জেনে ফেলবে লোকে!
(হায় দামু হায় চামু!)

পয়সা চাও তো পয়সা দেব
থাকো সাধুপথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ
যাবৎ ন ভাষতে!
(হে দামু হে চামু!)